Vol. 10 | No. 2 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

একটি লোককাহিনীর পাঠ-পর্যালোচনা (নায়কের প্রত্যাগমনে সাহায্যকারী বালিকা)

Volume	10
Issue	2
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মযহারুল ইসলাম
Published online	December 16, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i2.2
Pages	51-100
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

একটি লোককাহিনীর পাঠ-পর্যালোচনা

(নায়কের প্রত্যাগমনে সাহায্যকারী বালিকা)

মযহারুল ইসলাম

॥ প্রথম পর্ব ॥

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি ঃ

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস লোনরট নামক ফিনল্যাণ্ডের একজন লোকসাহিত্যরসিক সে দেশের বীরকাহিনীমূলক লোকগীতিকা সংগ্রহ করেন এবং এগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র রক্ষা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় মহাকাব্য "কালভালা"র মূল অনুপ্রেরণার উৎস এই লোকগীতিকাসমূহ। এরপর থেকে ক্রমেই লোকসাহিত্য সম্পর্কে ফিনল্যাণ্ডে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোনরটের যোগ্য শিষ্য জুলিয়াস ক্রোন আজীবন কালভেলার গল্প-চক্র নিয়ে গবেষণা করেন এবং বীরগাথাসমূহের ইতিহাস-সন্ধানের একটি উপায় নির্ধারণ করতে প্রয়াস পান। এই উপায় বা পদ্ধতিকে তিনি নাম দেন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historic-Geographic Method)। জুলিয়াস ক্রোনের পুত্র কার্ল ক্রোন লোকগল্পের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রথম প্রয়োগ করেন এবং একটি লোকগল্পের ইতিহাস-নির্ণয়ে সার্থকতা অর্জন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডের অতিপরিচিত কতকগুলো প্রাণীমূলক লোককাহিনী নিয়ে পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য তিনি নিবন্ধ লেখেন এবং এই নিবন্ধে সর্বপ্রথম তিনি বাঘ ও শৃগালের কাহিনীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন।[১] ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তিনি মানুষ এবং খেঁকশিয়াল

১। Bar und Fuchs (Helsingfors, 1883.)

গল্পটির পাঠান্তরের চক্র নিয়ে আর একটি মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ লেখেন। এ জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে ক্রমেই কার্ল ক্রোন বিশ্বের লোককাহিনীর ব্যাপক ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন এবং নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে-কোন একটি লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিশ্বব্যাপী লোক-কাহিনীর অসংখ্য পাঠান্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে-কোন একটি লোককাহিনীর জন্মেতিহাস-নির্ধারণ এবং উৎস-সন্ধান সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আলোচ্য লোককাহিনীটির বিশ্বব্যাপী পাঠান্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রথম প্রয়োজন এবং এর জন্য আবশ্যক সুদীর্ঘ নিষ্ঠা ও নিরন্তর সাধনা।[২] পরবর্তীকালে ক্রোনের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এই পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে এ্যান্টি আরনে এবং ওয়াল্টার আণ্ডার-সনের নাম সুবিখ্যাত। ক্রোনের সান্নিধ্যে এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোকসাহিত্য-রসিক হেলসিংকিতে জীবনের একটি অধ্যায় অতিবাহিত করেন। এঁদের মধ্যে নরওয়ের খৃষ্টিয়ানসেন, লাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভনসিডো এবং আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরচার টেইলরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লোককাহিনী শিশুদের এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের আনন্দ বিধান করে। কিন্তু লোকলোর-পণ্ডিত[৩] লোককাহিনীর মধ্যে সামাজিক বহু আচার, রীতি-নীতি ও সমস্যার ইতিহাস সন্ধান করেন এবং এ সবের প্রাচীনতম উৎস-নির্ণয়ে যত্নবান হন। ধরা যাক, একটি লোককাহিনী সম্প্রতি হয়তো একজন গ্রাম্য বৃদ্ধের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, গল্পটি নিশ্চয়ই সেই বৃদ্ধের নয়—বৃদ্ধ তার পূর্ববর্তী কোন পুরুষের নিকট শুনেছে এবং কাহিনীটি তার স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষা করেছে। গবেষণায় প্রমাণিত হবে যে, গল্পটির একটি ইতিহাস আছে এবং গল্পটি

২। ক্রোনের Die folkloristische Arbeitsmethode গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পদ্ধতিটি সম্পর্কে Antti Aarne রচিত Leitfaden der vergleichenden Marchenforschung গ্রন্থেও মূল্যবান আলোচনা আছে।

৩। আমি ইংরেজী Folkloreএর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকলোর শব্দটি নির্ণয় করেছি। দ্রষ্টব্য : সাহিত্যিকী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ২য় সংখ্যা, ১৩৭২।

কোন একটি বিশেষ দেশে জন্মগ্রহণ করলেও ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে তার কলেবরে বিচিত্র সভ্যতার চিহ্ন ধারণ করেছে। সুতরাং লোকলোরজ্ঞ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গল্পটি বা গল্পের অংশবিশেষ কিভাবে বিদ্যমান তা যথার্থ-ভাবে জানবার চেষ্টা করেন এবং গল্পটি কোথায়, আনুমানিক কোন্ সময় জন্ম নিয়ে কোন্ কোন্ পথে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিভাবে ভ্রমণ করেছে, তা আবিষ্কার করতে প্রয়াস পান। জার্মান পণ্ডিত থিওডোর বেনফে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটির ভূমিকায় পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে লোককাহিনীসমূহ কিভাবে ভ্রমণ করে পাশ্চাত্ত্য দেশে পৌঁছেছে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের লোককাহিনী-গুলোকে নবজন্ম দান করেছে, তা প্রমাণ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত থিওরীকে Indianist theory বা Theory of Indian origin of Folktales বলা হয়। জুলিয়াস ক্রোনের আবিষ্কৃত এবং তদীয় পুত্র কার্ল ক্রোনের পরিমার্জিত ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি বেনফের প্রদর্শিত রীতির নিকট বহুলাংশে ঋণী। কেননা বেনফেই প্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক লোক-কাহিনীর মাতৃভূমি আছে এবং মাতৃভূমি থেকে অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করাও তার প্রকৃতিগত—বরঞ্চ বলতে হয়, পর্যটন-পটুত্ব লোককাহিনীর বিশেষ ধর্ম।

আলোচ্য ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিকে এক কথায় লোককাহিনীর ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থান-নির্ণয়ের একটি বিশেষ উপায় বলা যায়। পদ্ধতিটির বিরূপ সমালোচনা যে হয় নি, তা নয়; তবু এই পদ্ধতির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক কয়টি লোককাহিনীর ইতিহাস ও কালানুক্রমিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লোককাহিনী-বিশারদ পণ্ডিত ষ্টিথ থম্পসন বলেন ঃ

> The goal toward which a student using this method strives is nothing less than a complete life history of a particular tale. He hopes by proper analaysis of the versions, by a consideration of all historical and geographical factors, and by the application of some well-recognised facts about oral transmission to arrive at something approaching the original form of the tale and to be able to make a plausible explanation of the changes the story

has suffered in order to produce all the different versions. This study should also give indications as to the time and place of its origin and the course of its dissemination.

Finding the variants from all available sources is a major task, involving not only visits to great folktale libraries but much correspondence with archives and individuals in order to obtain manuscript recordings. The utmost deligence is necessary, for, generally speaking, the larger the number of versions studied the safer are the conclusions.

In some cases scholars have brought together from five hundred to a thousand. It is convenient to have them in complete form, or at least in a full summary, since frequently seemingly insignificant detail may have an important bearing on a problem in hand. The next step after assembling the variants is labeling and arranging them. All are marked by date and place of recording. The literary versions are placed in chronological order, and the oral in geographic. [৪]

আলোচ্য প্রবন্ধে বহুল ব্যবহৃত মটিফ ও টাইপ শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গত আবশ্যক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য লোককাহিনী প্রচলিত। প্রত্যেকটি লোককাহিনীর এক বা একাধিক অথবা অনেকগুলো মূল বিষয় আছে। ইংরেজীতে মূল বিষয়গুলোকে Motives বলা হয়, কিন্তু ফরাসী ভাষায় Motif শব্দটিই লোককাহিনীর মূল বিষয়গুলোকে বোঝানোর জন্য সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে। একটি লোককাহিনীর গল্পাংশকে ভেঙ্গে শব-ব্যবচ্ছেদের ন্যায় কাহিনী-ব্যবচ্ছেদ করে যখন তার মূল একটি বা একাধিক গল্পাংশ পাওয়া যায়, তখন সেই গল্পাংশ বা গল্পাংশসমূহকে আমরা মটিফ বলবো। মটিফ একটি লোককাহিনীর খণ্ড খণ্ড গল্পাংশ যা সমগ্র কাহিনীটিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত ষ্টিথ থম্পসনের কল্যাণে আমরা ছয় খণ্ড Motif Index of Folk Literature

৪। Stith Thomson, The Folktale (New York, 1951), pp. 430-431.

লাভ করেছি। থম্পসন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় বারো হাজার মূল মটিফের উল্লেখ করেছেন। মটিফের সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

> A motif is the smallest element in a tale having a power to persistin tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. [৫]

লোককাহিনীর মেজাজ ও চারিত্র বিচারে দেখা যায় এর এক-একটি এক-এক টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত Antti Aarne ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Verzeichnisder Merchentypen (FF Communications, No. 3, Helsinki, 1910) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বের সমগ্র লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মোটামুটি একটি তালিকা-প্রদানে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে আমেরিকার ষ্টিথ থম্পসন আরনের গ্রন্থকে আরো ব্যাপক, তুলনামূলক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Types of Folktale (FF Communications No. 74, Helsinki, 1928) রচনা করেন। টাইপের সংজ্ঞা-নির্ণয়ে থম্পসন বলেন ঃ

> A traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or of many. Most animal tales and jokes and anecdotes are types of one motif. The ordinary Marchen (tale like Cinderalla or Snow-white) are types consisting of many of them. [৬]

মূল পর্যালোচনার মুখবন্ধ ঃ

বিশ্বের লোককাহিনী-ভাণ্ডারে যে কয়টি লোককাহিনীর বিশ্বজোড়া পাঠবিস্তৃতি বিদ্যমান, "নায়কের প্রত্যাগমনে সাহায্যকারী বালিকা" (আরনে-থম্পসন টাইপ ৩১৩) কাহিনীটি তাদের অন্যতম। ইংরেজীতে কাহিনীটির নামকরণ হয়েছে, "The Girl

৫। ঐ, পৃ ৪১৫।

৬। ঐ, পৃ ৪১৫।

as Helper in the Hero's Flight" অথবা "Magic Flight". এ পর্যন্ত যে কয়টি প্রাচীনতম লোককাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, আলোচ্য গল্পটি তাদের প্রায় শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং একদিকে প্রাচীনতা এবং অপরদিকে দেশে দেশে ব্যাপক পাঠবিস্তৃতি কাহিনীটিকে একটি জটিলতম লোকগল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। কোন কোন দেশে এ কাহিনীর মূল গল্পাংশ হংসপরী (Swan Maiden) এবং বিস্মৃত নায়িকা (Forgotten Fiance) এই দুই কাহিনীর (টাইপ ৩১৩ এ, এবং ৩১৩ সি) সংমিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া অসংখ্য শাখা-কাহিনী যুক্ত হয়ে এই লোক-গল্পটির কলেবর বৃদ্ধি এবং বিচিত্র করে তুলেছে। গল্পটি একাই যেন একটি মহাকাব্যের প্রতিচ্ছবি। গল্পটি সম্পর্কে তাই ষ্টিথ থম্পসন যথার্থই বলেছেন ঃ

> The sequence of events, either in shorter or more extended form, has had a long history and is found nearly all over the world. It is in such Oriental Collections as the "Thousand and One Nights" and the "Ocean of Story". It constitutes one of the poems of Old Norse Edda. As an oral tale it is world wide. It is evenly, and thickly distributed over Europe and Asia and versions are found in almost every area of Africa, in every quarter of Oceanic, and in pratically every culture area of North American Indians. Scattereing versions are reported from Jamaica, Yucatan, and the Guina Indians.[৭]

অবশ্য এ যাবৎ কাহিনীটির পাঠান্তর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা, এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ থেকেই অধিকসংখ্যক সংগৃহীত হয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকে সংগৃহীত পাঠান্তরের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও এই মহাদেশগুলোর বিভিন্ন দেশে লোকমুখে কাহিনীটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে 'কথাসরিৎসাগরে' এ কাহিনীর নিদর্শন আছে। এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের লোকমুখ থেকে কাহিনীটি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অনেকেই সংগ্রহ করেছেন। এঁদের মধ্যে সিন্ধু অঞ্চল থেকে কিনকেইড (Kincaid), নাগা অঞ্চল থেকে মিল্‌স (Mills), সিংহল অঞ্চল থেকে পার্কার (Parker), সাঁওতাল অঞ্চল থেকে বোডিং (Bodding), মধ্যভারত থেকে ক্রুক (Crooke), মহাকোশাল অঞ্চল থেকে এলউইন (Elwin), বাংলা অঞ্চল

৭। ঐ, পৃ ৮৮।

থেকে শোভানা দেবী, পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে স্যান্নারটন উল্লেখযোগ্য সংগ্রাহক। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক নিজেও পাবনা জেলা থেকে তিনটি, বগুড়া থেকে একটি এবং রংপুর থেকে একটি কাহিনী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন।

যাহোক কাহিনীটির ব্যাপক পাঠবিস্তৃতির যে পরিচয় দেওয়া গেল, তা থেকে সহজেই অনুমেয় যে এ কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা সহজসাধ্য নয়। এমন কি, এ কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা একজন মানুষের সারা জীবনের সাধনায়ও সম্ভব কিনা তা বলা কঠিন। আমেরিকার জনৈক লোককাহিনী-রসিক এ কাহিনীটি নিয়ে বিগত কয়েক বছর হোল সাধনা করছেন—কিন্তু সার্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন নি। শুনেছি, ইউরোপের কয়েকজন পণ্ডিত নাকি সমবেতভাবে কাহিনীটির তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ সচেষ্ট রয়েছেন। তাঁদের নিকট আমরা সন্তোষজনক আলোচনা লাভ করবো, এমন আশা করছি। অস্বীকার করবার উপায় নেই, সমস্ত পৃথিবী থেকে পাঠান্তর সংগ্রহ করে একদল গবেষক বছরের পর বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে গেলে তবেই কাহিনীটির একটি সার্থক তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পাঠনির্ণয় সম্ভব হতে পারে। এমতাবস্থায় বর্তমান প্রবন্ধে যদি কেউ কাহিনীটির সামগ্রিক তুলনামূলক আলোচনা আশা করেন, তবে সঙ্গত কারণেই হতাশ হবেন। প্রবন্ধ-লেখক তাঁর নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন—বিশ্বের সমস্ত দেশের পাঠান্তর তাঁর সম্মুখে অনুপস্থিত। সে কারণেও যেমন, তুলনামূলক আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের অভাবের জন্যও তেমনি এ প্রবন্ধকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তবে এদেশের পাঠকের নিকট কাহিনীটিকে তুলে ধরা এবং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা-সৃষ্টি করাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধের সাফল্যও সেখানেই সীমিত।

বর্তমান প্রবন্ধে উদাহরণ হিসেবে উত্তর বাংলা থেকে সংগৃহীত পাঁচটি, পশ্চিম পাকিস্তানী একটি, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারত অঞ্চলগুলোর প্রত্যেকটি থেকে একটি করে, পূর্ব ভারত অর্থাৎ কলকাতার উপকণ্ঠ ও আসামাঞ্চল থেকে একটি করে এবং আমেরিকা থেকে সংগৃহীত পনেরোটি পাঠান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাহিনীগুলোকে কেন্দ্র করেই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিভিন্ন

দিক প্রসারিত। এমন স্বল্পসংখ্যক উপকরণ হাতে নিয়ে এ জাতীয় আলোচনার প্রয়াস ধৃষ্টতার নামান্তর। তবু, পূর্বে বলা হয়েছে, আমাদের লোকসাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনার প্রাঙ্গনে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিকোণের আলোক প্রবেশলাভ করুক, এমন একটি প্রয়োজনকে সম্মুখে রেখেই বর্তমান আলোচনার সামগ্রিক আয়োজন নিয়ন্ত্রিত। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি এই আলোচনার মূল কাঠামো হিসেবে বিদ্যমান। কাহিনীগুলোকে সাজানোর বেলায় মোটামুটি আঞ্চলিক সূত্র রক্ষা করে প্রত্যেকটি কাহিনীকে এক একটি নম্বরে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাঁচটি মৌখিক উৎস ছাড়া অপর সবগুলোর উৎস মুদ্রিত গ্রন্থ অথবা প্রবন্ধ। সুতরাং প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরে কাহিনীগুলোর ঐতিহাসিক প্রাচীনতা-নির্ণয়ের চেষ্টা করাই এ প্রবন্ধে বিধেয় বিবেচিত হয়েছে। পাক-ভারতীয় কাহিনীগুলোর উৎস শুধু 'কথাসরিৎসাগর' নয়। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে, এমন কি বৈদিক যুগেও এ কাহিনীর নিদর্শন ছিল এবং সেই কাহিনী থেকেই ক্রমে পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেশে কাহিনীটি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন ও বিচিত্র পাঠান্তর সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। আমেরিকার পনেরোটি পাঠান্তরের একটি ছাড়া সবগুলোই ইউরোপীয় দেশ থেকে আগন্তুকদের সঙ্গে সাগরপাড়ি দিয়ে নতুন দেশে উপস্থিত হয়েছে। একটি গল্পাংশ রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত—সে গল্পটিও সম্ভবতঃ ইউরোপীয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে "জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর"-এ এই পনেরোটি কাহিনী প্রকাশ পায়। আলোচ্য কাহিনীগুলোর সংগ্রাহক, সংগ্রহের স্থান ও কাল, মুদ্রণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবেশিত।

কাহিনীর মূল আখ্যানভাগ :

কাহিনীটিতে মূলতঃ চারটি আখ্যানভাগ আছে। এক, যুবকের বিদেশযাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত রাজা, দৈত্য রাক্ষস, বা অসুরের গৃহে উপস্থিতি; দুই, বালিকার পিতা দুর্দান্ত রাজা, দানব বা অসুর, যুবককে কতকগুলো অসম্ভব কার্য সম্পন্নের দায়িত্ব দান করে; তিন, যুবকের সঙ্গে যুবতীর পলায়ন—এ পলায়নকে

বলা চলে ঐন্দ্রজালিক পলায়ন ; চার, যুবকের বিস্মৃতি এবং পরবর্তীকালে তার স্মৃতির পুনর্জাগরণ। সিসিলিয়া মার্সেলি ডীন এই শেষ পর্যায়কে দুইভাগে ভাগ করেছেন এবং তাঁর আলোচনায় এই দুই পর্যায়ের ওপর তিনি বেশ গুরুত্ব অরোপ করেছেন।[৮] কিন্তু সামগ্রিক কাহিনীটির ওপর শেষ গল্পাংশের এমন ব্যাপক প্রভাবে আছে বলে মনে হয়না এবং সে কারণেই কাহিনীর শেষাংশের এরূপ গুরুত্ব খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা যুবকের বিভ্রান্তির পর এই শ্রেণীর কাহিনীগুলোতে গল্পাংশ সমাপ্তির পথে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং কাহিনী কোনরকম জটিলতা প্রাপ্তির পূর্বেই নায়কের বিভ্রান্তির অবসান হয়। যুবতীকে চিনতে পেরে যুবক তাকে গ্রহণ করেছে এবং সুখের সংসার পেতেছে। যাহোক, আমেরিকাতে সংগৃহীত পনেরোটি পাঠান্তরেই মোটামুটি এই চারটি আখ্যানভাগ দেখা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার এই কাহিনীর প্রায় সব পাঠান্তরেই মোটামুটি উপরোক্ত প্রথম তিনটি আখ্যানভাগ বিদ্যমান এবং সেই বৈশিষ্ট্য-বিচারে আলোচ্য পনেরোটি পাঠান্তরকে ইউরোপ ও আমেরিকার অনুরূপ কাহিনীর প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করা অসমীচীন নয়। অবশ্য চারটি আখ্যানভাগে ইউরোপ ও আমেরিকার পাঠান্তর-সমূহে পার্থক্য যে একেবারে নেই তেমন নয়—কিন্তু সে পার্থক্য মূল কাহিনীকে কাঠামো-বিচ্যুত করে নি। যেমন, যুবকের বিদেশযাত্রা আছে—তবে সে যাত্রায় কিছুটা তারতম্য থাকতে পারে ; কেউ ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছে, কেউ সুন্দরী রমণীর সন্ধানে যাচ্ছে, কেউ উত্তরে যাচ্ছে, কেউ দক্ষিণে, এই রকম। অথবা বালিকার পিতার দ্বারা প্রদত্ত যুবকের শক্তি-বুদ্ধির পরীক্ষামূলক কার্যকলাপে পার্থক্য থাকতে পারে ; যেমন কেউ রাতারাতি জঙ্গল পরিকার করে ফসল ফলাচ্ছে, কেউ বিভিন্ন পাখীর পালক একটি বিরাট পালকের স্তূপ থেকে বেছে পৃথক করছে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক কাহিনীতে শর্ত থাকবেই। যুবকের পলায়ন বা প্রত্যাখান এবং যুবকের বিভ্রান্তি ও স্মৃতিশক্তির জাগরণ প্রভৃতিতেও অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও কাহিনীর মূল কাঠামো একই ধাঁচের ও প্রকৃতির। চতুর্থ আখ্যানভাগটি অবশ্য অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য কাহিনীতে অনুপস্থিত।

৮। Cecelia Marcelie Dean. A Comparative study of certain Spanish American Folktales. A typed Dissertation for M. A. degree, Indiana University, 1929 p. 39.

এখানে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রাপ্ত কাহিনীগুলোর সাথে পাক-ভারতীয় কাহিনীসমূহের একটি মৌলিক পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য কাহিনীতে যুবক যুবতীর দুর্দান্ত পিত্রালয় থেকে পলায়ন বা যুবকের প্রত্যাগমনের চিত্র প্রায় সর্বত্র পরিদৃষ্ট, অন্যদিকে পাক-ভারতীয় কাহিনীতে এই চিত্রটি প্রায়ই অনুপস্থিত। অবশ্য প্রাথমিক দুইটি মূল আখ্যানভাগে পাশ্চাত্ত্য কাহিনীর সাথে পাক-ভারতীয় কাহিনীর সাদৃশ্য আছে, যেমন যুবকের বিদেশ যাত্রা; দুর্দান্ত রাজা, দানব বা অসুরের গৃহে উপস্থিতি; এবং কতকগুলো অসম্ভব শর্ত পালন ইত্যাদি। এজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশের কাহিনী প্রায় সামগ্রিকভাবেই আরনে-থম্পসন প্রদত্ত টাইপ ৩১৩ এর অন্তর্গত; অন্য পক্ষে পাক-ভারতীয় কাহিনী আরনে-থম্পসন প্রদত্ত টাইপ ৪৬৫-এ, অজানার সন্ধানে (The quest for the unknown) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

এক ঃ যুবক বা নায়কের যাত্রা এবং দুষ্ট মানব বা অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন মানব কিংবা দানবের কবলে পতিত হওয়া।

কাহিনীর এই অংশের পাঠান্তর বা গল্প-বৈচিত্র্য সারা বিশ্বে অত্যন্ত ব্যাপক। প্রায়ই দেখা যায় যুবক তার মায়ের সাথে থাকে এবং খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। বহু দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত সে দুষ্ট মানব বা অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন মানব কিংবা দানবের গৃহে উপস্থিত হয়। কোন কোন গল্পে যুবক তার পিতামহী, দাদাদাদী, বোন অথবা জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সাথে বাস করে। কোন কোন গল্পে যুবক কার সঙ্গে বাস করছে তার উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র একজন ভ্রমণরত যুবককে দেখা যায় যে সহসা এক দানবের নজরে পড়ে অথবা দুষ্ট লোকের গৃহে একরাত্রি যাপনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করে (জি ই এ এম-৪)। কোন কোন ক্ষেত্রে এই যুবক একজন সৈনিক—একটি সুন্দরী যুবতী এই সৈনিককে সহসা চপেটাঘাত করে অন্তর্হিত হয় এবং সৈনিক সেই যুবতীর সন্ধানে ফিরতে থাকে (আর এস এ এম ১)। কোন কোন গল্পের প্রারম্ভে দেখি এক রাণীর ছেলে ছিল এক যে তাস খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করে এবং তাস খেলার পাল্লায় অন্যান্য খেলোয়াড়কে আহ্বান জানায়। তারপর এক দানব ছদ্মবেশে পাল্লায় যোগ দেয় এবং এক অস্বাভাবিক

ভবিষ্যদ্বাণী করে। এই দানবের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েই রাণীপুত্র গল্পের মূল কাঠামোতে প্রবেশ করে (আম, ইণ্ড, ৪)। কোন গল্পের সূচনাতেই দেখা যায়, যুবক একটি দুষ্টলোকের চাকর এবং তার মতলবের শিকার (জি ই এ এম ৮)। আবার কোন কোন গল্পে যুবক তীরন্দাজ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং তার পারদর্শিতা পরীক্ষার জন্য দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ে (আম, ইণ্ড, ৩)। কোন গল্পে যুবক তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে যায় এবং এক অপরিচিতা যুবতীর প্রেমে পড়ে (জি ই এ এম ১)। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায় গল্পারম্ভে যুবক ভাগ্য, খাদ্য অথবা সুন্দরী স্ত্রীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। পাক-ভারতীয় গল্পে যুবক প্রায়ই স্নানরতা উলঙ্গ যুবতীর (প্রায়ই সে পরী) পোষাক নদী অথবা হ্রদের তীর থেকে অপহরণ করে এবং তারপর থেকেই কাহিনী গড়ে ওঠে। অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রাও অধিকাংশ পাক-ভারতীয় গল্পের সূচনায় বিরাজমান। কোন সময় রাজপুত্র কেশবতী কন্যার ভাসমান চুল দেখে সেই কন্যার সন্ধানে দেশান্তরে যাত্রা করে। অলস বা অকর্মণ্য যুবককে আত্মীয়-স্বজনের ভৎ'সনায় অতিষ্ঠ হয়ে ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করতে দেখা যায় বেশ কিছু সংখ্যক পাক-ভারতীয় লোকগল্পে।

দেশান্তর-যাত্রার পদ্ধতিতে বিভিন্ন গল্পে পার্থক্য বিদ্যমান। কোন গল্পে যুবক যুবতীর পিতার গৃহে সোজাসুজি গিয়ে উপস্থিত হয়। আবার কোন গল্পে যুবক বহু দেশ-দেশান্তর ঘুরে তারপর যুবতীর বাড়ীতে পৌঁছোয়। কোন গল্পে যুবক দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের সময় ভাগ্যক্রমে সাহায্যকারী ব্যক্তিদের সঙ্গ বা উপকারী দ্রব্য লাভ করে। (আর এস এ ১, পূঃ পাঃ, বগুড়া ১)। পাশ্চাত্য দেশের একটি গল্প (জি ই এ এম ৯) যুবকের যাত্রার পূর্বেই গল্পের একটি মূল কাহিনীর সংঘটন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুবক একজন অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন মানুষকে সেবা করে এবং প্রতিদানে কিছু পারিতোষিক লাভ করে। তার ফলে সে খুব ধনী হয় এবং এক পরীকন্যাকে বিবাহ করে। বিবাহের কিছুদিন পর এই পরীকন্যা পলায়ন করে। তখন যুবক তার স্ত্রীর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই কাহিনীটির সমস্ত পাঠান্তরেই দেখা যায় স্ত্রীর সন্ধানরত যুবক দুষ্ট দৈত্যের কবলে পড়ে। কখনো সে পাশা খেলতে আরম্ভ করে এবং পরাস্ত হয়ে দৈত্যের কাছে নিজেকে প্রতিশ্রুতি-

অনুসারে বিক্রয় করে, আবার কখনো হংসপরীর যাদুবলে সে পরীর পিত্রালয়ে আসে এবং হংসপরীর দুষ্ট পিতা যুবককে শাস্তি দিতে আরম্ভ করে। শেষোক্ত পর্যায়ের গল্পসংখ্যা অবশ্য খুবই সীমিত ।

দুই : যুবকের ক্ষমতা-পরীক্ষা বা যুবককে প্রদত্ত কার্যাবলী।

যুবককে প্রদত্ত কার্যাবলী বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের। একটি ব্যাপারে বিশ্বের সমস্ত পাঠান্তরেই সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সে হোল এই যে যুবককে প্রদত্ত কার্যাবলী মাত্রই মানুষের ক্ষমতার বাইরে এবং মানুষের পক্ষে সেসব সম্পন্ন করা অসম্ভব বলেই যুবতী অর্থাৎ দুষ্টব্যক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন মানব বা দানবের কন্যা যুবককে কার্য-সম্পাদনে সাহায্য করে। বস্তুতঃ প্রথম দর্শনের পর থেকেই যুবকের প্রতি যুবতীর সহানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হতে দেখা যায়। সেজন্য পরিণাম জেনেও সে সব বিপদ মাথায় পেতে নিয়ে যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুবকের সঙ্গে গোপনে পলায়ন করে। আলোচ্য অংশের কাহিনী-সাদৃশ্য শুধুমাত্র বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত গল্পগুলোতেই নয়, বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় কম বেশী লক্ষণীয়।

এ কাহিনীতে সর্বত্রই যে জামাতা পরীক্ষার জন্যই কার্যাবলী প্রদত্ত, তা নয়—অনেক সময় ভুলক্রমে আগত যুবককে দানব আহারের অজুহাত হিসেবেও পরীক্ষামূলক অসম্ভব কার্যাবলী দান করে। অর্থাৎ অমুক কাজ রাত্রির মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারলে যুবককে প্রাতে উঠেই দানব আহার করবে, এই জাতীয়। কিন্তু এ কাহিনীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কার্যাবলী হোল জঙ্গল কেটে রাত্রির মধ্যে সেখানে ফসল ফলানো, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত বিরাট অশ্বশালা এক রাতে পরিষ্কার করা, বিরাট বীজস্তূপ থেকে আলাদা বিভিন্ন শস্যবীজ করা, পুকুর কেটে তা একরাতে দুধে ভরা, বাঘের দুধ নিয়ে আসা, ছিদ্রযুক্ত পাতিলে পানি এনে পুকুর ভরা ইত্যাদি। শেষোক্ত পর্যায়ের তিনটি কার্য পাক-ভারতীয় লোকগল্পে অধিক পরিচিত। এ ছাড়া পাক-ভারতীয় লোকগল্পে ছোট্ট কচুর পাতায় যে খাদ্য ধরে তাই খেয়ে জীবনধারণ করবার পরীক্ষা, অন্ধ আত্মীয়দের অন্ধত্ব দূর করা, স্বর্গদেশে পূর্বপুরুষদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা (নাপিতের উপদেশে), কিংবা অত্যাচারী

নরখাদক রাক্ষসকে হত্যা করা ইত্যাদি কার্যাবলী দেখা যায়। রামায়ণের রামকে সীতা-বিবাহের জন্য ধনুকে তীর সংযোজন করে নিম্নে কূপের পানিতে মাছের ছায়া দেখে আকাশ-সংলগ্ন মাছকে বিদ্ধ করতে হয়েছিল। মহাভারতেও এই জাতীয় পরীক্ষার নিদর্শন আছে।

তিন : পলায়ন বা যুবতীসহ যুবকের প্রত্যাগমন।

কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এই গল্পাংশে নিহিত। প্রায়ই দেখা যায় দুষ্ট বা দানব পিতা উপলব্ধি করেছে যে যুবককে প্রদত্ত সমস্ত কাজই যুবক তার নিজ কন্যার সাহায্যে সম্পন্ন করে। সুতরাং এর পর সে যুবককে হত্যা বা আহার করবার সমস্ত অয়োজন স্থির করে ফেলে। অপরপক্ষে তার কন্যাও পিতার এই সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে এবং যুবককে নিয়ে পলায়ন ছাড়া তাকে রক্ষা করবার আর যে কোন উপায় নেই, একথাও উপলব্ধি করে। সুতরাং যুবকসহ সে পলায়ন করে।

একটি ব্যাপারে বিশ্বের সর্বত্রই এই কাহিনীতে বিশেষ মিল দেখা যায়। সে হোল যুবতীর অসাধারণ অলৌকিক শক্তি। সর্বত্রই দেখা যায় সে তার দুষ্ট বা দানব পিতার চেয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্না। এ জন্যই পলায়নের সময় যুবকযুবতীর পশ্চাদানুসারী পিতা বা মাতা বা পিতামাতা অলৌকিক শক্তিতে যুবতীর নিকট পরাস্ত হয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে অথবা মারা যায়। কোন কোন গল্পে যুবক সহ পলায়নের সময় যুবতী মিথ্যাভাষণের সাহায্যে পিতাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিতা হয় না।

কাহিনীটির এই পর্যায়ে শাখা-কাহিনীর সংখ্যা প্রচুর এবং বিশ্ববিস্তৃত। কিন্তু এই পর্যায়ে শাখা-কাহিনীগুলোর মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তা কাহিনীর অন্য কোন গল্পাংশে নেই। যুবক যুবতীর ঘোড়ায় উঠে পলায়ন; যুবতীর মায়াদ্রব্য নিক্ষেপের ফলে বন, পাহাড়, নদী ইত্যাদির উদ্ভব; যুবক যুবতীর পর্যায়ক্রমে পাখী এবং গাছ, প্রিষ্ট এবং গির্জা প্রভৃতিতে রূপধারণ—এই জাতীয় ব্যাপার পাশ্চাত্ত্য গল্পগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। পাক-ভারতীয় গল্পের চরিত্র যে এই পর্যায়ে ভিন্নতর তা পূর্বে বলা হয়েছে। অধিকসংখ্যক পাক-ভারতীয় গল্পে এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য গল্পেও যুবকযুবতী আদৌ পলায়ন করে না। এসব গল্পে যুবক অসম্ভব

কাজগুলো সম্পন্ন করবার পর যুবতীর পিতা প্রতিশ্রুতি-অনুসারে তার কন্যাকে যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং যুবক যুবতী সুখে বাস করে। অবশ্য এই পর্যায়ের গল্পগুলোকে জামাতা-পরীক্ষা (Suitor tested) বা জামাতা-নির্বাচন শ্রেণীর গল্প বলাই সমীচীন।

আরনে-থম্পসন টাইপ ৩১৩ বা ৩১৩ এ চিহ্নিত গল্পসমূহ যুবতীসহ যুবকের প্রত্যাগমনের পরই সমাপ্ত হয়। কিন্তু টাইপ ৩১৩ সি চিহ্নিত গল্পগুলো যুবকের প্রত্যাগমনের পরও যুবক-যুবতীর মধ্যে বিভ্রান্তির সাহায্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে। এ গুলোকে বিস্মৃত নায়িকা নামে চিহ্নিত করা চলতে পারে। পাক-ভারতীয় গল্পগুলোতে এই শেষ অংশদ্বয় অর্থাৎ যুবকসহ যুবতীর পলায়ন এবং যুবকের বিস্মৃতি ও পুনর্মিলন প্রায় সর্বত্র অনুপস্থিত।

চার : নায়কের বিস্মৃতি : স্মৃতির পুনর্জাগরণ

বিশ্বের লোকগল্প-ভাণ্ডারে যে সমস্ত প্রাচীন গল্প আছে, নায়কের বিস্মৃতি তাদের মধ্যে শুধু অন্যতম নয়, বিশিষ্টতম। পাক-ভারতীয় লোককাহিনীতে এ ব্যাপারটি বহুল পরিচিত। কালিদাসের 'শকুন্তলা'য়, 'বিক্রমোর্বশী'তে এ জাতীয় কাহিনী বিদ্যমান। তৎকালীন লোকসাহিত্যের প্রচলিত ঘটনা এই শক্তিসম্পন্ন কবির কল্পনাকে সম্ভবতঃ প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে আরব্যোপন্যাসেও এমন ঘটনার নিদর্শন প্রচুর আছে। নায়কের বিস্মৃতির মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ বা বিরহের সৃষ্টি এবং পরবর্তী কালে তাদের মিলন—এইসব ঘটনার মূল কাঠামো গড়ে তোলে। পাক-ভারতীয় লোককাহিনীতে এই ঘটনা বোধ করি বৈদিক উৎস থেকে প্রবাহিত।

যাহোক, বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য গল্পগুলোর মধ্যে একটিতে এই কাহিনী বিদ্যমান। গল্পটির নায়ক প্রত্যাগমনের পর তার পিতামহীকে আলিঙ্গন করে এবং যুবতীকে ভুলে যায় (আর এস এ এম ১)। কোন কোন গল্পে গৃহপালিত কুকুরের নিশ্বাস লাগে এবং নায়ক নায়িকাকে ভুলে যায় (আম, ইণ্ড, ৪)। আরো বহু ব্যাপারে এমন বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় দুষ্মন্ত আংটি হারিয়ে শকুন্তলাকে ভুলে গিয়েছিল, এ খবর আমরা জানি।

নায়কের স্মৃতির পুনর্জাগরণের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাহিনী বিদ্যমান। এ সম্পর্কে ষ্টিথ থম্পসনের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য :

> She (যুবতী) undertakes to overcome thə magic forgetfulness. Frequently this does not occur until after the hero is about to marry again or even until after his marriage. In one series of tales she bribes the new bride to let her sleep beside her husband. He awakens on the third night and recovers. Or, in some cases, the forgotten birde may simply attract attention in some unusual fashion. For example, she planes three lovers in embarrassing positions and arouses gossip. Or she magically stops the wedding carriage of her husband and his new bride. Or she may carry on a conversation with objects or animals and thus call attention to the situation. In one way or another she always succeeds in the end, and the hero chooses her instead of his new bride, sometimes remarking that the old key which has been found again is better than a new one. [৯]

গল্পটির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পাঠ-পরিক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

ঋগ্বেদে উর্বশী ও পুরূরবার বিখ্যাত স্তোত্র যে কাহিনী পরিবেশন করে, আলোচ্য গল্পে তার একটি সুন্দর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈদিক স্তোত্রে পুরূরবার নিকট থেকে পলাতকা অপ্সরী উর্বশীর সন্ধানে পুরূরবার গমন ও পরে উভয়ের সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত কাহিনী বিদ্যমান। সাক্ষাৎকারের পর উর্বশী পুরূরবাকে জানিয়ে দেয়, মানুষ মরণশীল—সুতরাং কোন মরণশীল মানুষের সঙ্গে তার মিলন আর সম্ভব নয়। তবে তাদের পূর্ব মিলনজাত সন্তান উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করুক, এমন সান্ত্বনা উর্বশী পুরূরবাকে দেয়। এই সন্তান যদি একদিন খ্যাতি অর্জন করে তার মানব পিতার সন্ধানে যায় তবেই তাদের মিলন সম্ভব হতে পারে, একথাও অপ্সরী পুরূরবাকে জানায়। আলোচ্য গল্পের প্রথম পর্ব অর্থাৎ সুন্দরী নারী বা স্ত্রীর অনুসন্ধানে যুবকের যাত্রা উর্বশী-

৯। প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯—৯০।

পুরূরবার কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এ ছাড়া এখানে পরীক্ষারও একটি শর্ত আছে, যদিও সে শর্তটি একটু বেশী রোমান্টিক। বৈদিক স্তোত্রে উল্লিখিত কাহিনীতে বেদনাময় পরিণতি পীড়াদায়ক। সেজন্যই বোধকরি পরবর্তী পাক-ভারতীয় সাহিত্যে এ কাহিনীর শেষাংশে মিলনান্ত ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে উর্বশী-পুরূরবার কাহিনী ভারতীয় কাহিনীতে ব্যাপক শাখাবিস্তার করে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে এসে নায়কের দানববধের জন্য যাত্রা, বাধাবিপত্তি অতিক্রম, নায়িকার সঙ্গে মিলন, নায়িকাসহ দানবের রাজ্য থেকে পলায়ন প্রভৃতি কাহিনী এই কাহিনীর শাখা হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করে। যতই কাল অতিক্রান্ত হয়েছে ততই এ কাহিনী কোন অংশ না হারিয়ে বরঞ্চ এর কাঠামোতে নতুন নতুন গল্পাংশ সঞ্চয় করেছে। এ কাহিনী লোকসাহিত্যের পর্যায় ছাড়িয়ে লিখিত সুকুমার সাহিত্য বা নাগরিক সাহিত্যেও ব্যাপক ছায়া বিস্তার করে। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যে এর প্রচুর নিদর্শন মিলবে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে কাহিনীটির সামগ্রিক অংশের চেয়ে শাখা-অংশই অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, আরবী ও ফারসী সাহিত্যেও এ কাহিনী বিদ্যমান—নিঃসন্দেহে ভারতীয় কাহিনী থেকেই গল্পটি পারস্য ও আরব দেশে ভ্রমণ করেছে। এ ছাড়া সিংহল, তিব্বত ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোতেও কাহিনীটি ভারতীয় কাহিনী থেকেই ভ্রমণ করেছে। আরব্যোপন্যাসের গল্প "এলবসরার জানসাহ" তিব্বতী কাজুরে লিখিত মনোহরের কাহিনী এবং বর্মী সাহিত্যে অনুরূপ কাহিনীধর্মী নাটক উর্বশী-পুরূরবা কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলোতে অবশ্যি কাহিনীর সামগ্রিক রূপ নেই, শাখাকাহিনী দেখা যায়। অন্যদিকে লোকমুখে এ কাহিনী ভারত থেকে সুদূর মাদাগাস্কারে পৌঁছোয় এবং সেখানে কাহিনীটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেখানে এখনো এই গল্পের মূল মটিফ বিশেষভাবে বিদ্যমান।

আলোচ্য গল্পটিকে একটি দুই অংক-বিশিষ্ট নাটকের মতো মনে হয়। প্রথম অংকে যুবতীর সঙ্গে মিলন, বিবাহ এবং বিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অংকে বিরহী স্ত্রীর সন্ধান এবং পুনর্মিলন। এই দুই অংকের মধ্যে পরবর্তীকালে সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং সেজন্যই অধিকাংশ গল্পে যুবক দানবের গৃহে উপস্থিত হবার সঙ্গে

সঙ্গে দানবকন্যা যুবকের প্রেমে পড়ে এবং প্রথম দৃষ্টিতেই যেন বহুকালের জানাশোনা, এমন পরিচয় দেয়। বলা বাহুল্য, এই সমন্বয়ও ভারতীয় সাহিত্যেই সূচিত হয়। ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লিখিত কাশ্মীরের পণ্ডিত সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগরে' এমন দৃষ্টান্ত কয়েকটি গল্পে বিদ্যমান। অবশ্যি 'কথাসরিৎসাগরে' গুণাধ্যায়-রচিত স্মৃতিকথা সংগ্রহের প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। গুণাধ্যায়ের সময় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ববর্তী অথবা নিকটবর্তী কোন কালে বিবেচনা করা হয়। গুণাধ্যায়ের উৎস নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য। ভারতীয় লোকসাহিত্য এবং লিখিত সুকুমার সাহিত্য-বিচারের সময় আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, এই দুটো ধারা পরস্পর পরস্পরের নিকট ঋণী। পাক-ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য-বিচারে মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের মৌখিক বা লৌকিক ধারা লিখিত সাহিত্যে যেমন ছায়া বিস্তার করেছে তেমনি কখনো সাহিত্যের লিখিত ধারা মৌখিক ধারায় প্রভাব ছড়িয়েছে। লিখিত ধারা থেকে মৌখিক এবং মৌখিক ধারা থেকে লিখিত ধারায় ভারতীয় সাহিত্যের স্থান পরিবর্তন যুগের পরে যুগ অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে।

মধ্যযুগের কোন সময়ে খুব সম্ভব পূর্ব ইউরোপে ভারতীয় এই গল্পটি প্রথম একটি ইউরোপীয় লোকগল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইউরোপীয় বলছি এই জন্য যে গল্পটির মধ্যে ইউরোপীয় লোকগল্পের যে মূল প্রকৃতি, compactness বা গাঢ়নিবদ্ধতা, তা প্রথম লক্ষ্য করা যায়। গল্পটি ইউরোপীয় রচয়িতার হাতে পড়ে সংক্ষিপ্ততা এবং উপাখ্যানের সরলতা লাভ করে। গল্পটি কিভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে ইউরোপে পরিভ্রমণ করে সে বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ আলোচ্য প্রবন্ধে সীমিত। শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে পাক-ভারতীয় অন্যান্য গল্প যেমন দুই পথ ধরে ইউরোপে প্রবেশ লাভ করেছে, এই গল্পের ভ্রমণ-পথও সেইরূপ ছিল—এক, মুসলমানদের মারফতে পারস্য আরব ইতালী স্পেন হয়ে; দুই চীন, তিব্বত ঘুরে মোঙ্গলদের মারফতে রাশিয়া জার্মানী হয়ে।[১০] ইউরোপে প্রবেশ করে এ কাহিনীতে যুবকের

১০। বিস্তারিত আলোচনার জন্য Theodor Benfey রচিত Pantschatanra (2 Vols., Leipzig, 1859) গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রত্যাগমনের দৃশ্যটি (Magic flight of the hero) এবং যুবকের ভ্রান্তি বা বিস্মৃত নায়িকা অংশদ্বয় বিশেষভাবে সংযোজিত হয় এবং ফলে গল্পটি সারা ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই জনপ্রিয়তার সূচনা-সময় সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী। ইউরোপের সমস্ত দেশে সমস্ত ভাষায়ই এই গল্প দিনের পর দিন নতুন প্রাণশক্তি ও নতুন রূপ লাভ করতে থাকে। ফলে সমস্ত ইউরোপে সংগৃহীত এই একটি মাত্র গল্পের সংখ্যা কয়েক শ'তে দাঁড়িয়েছে। লিখিত রূপে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনাও এ গল্প প্রচুর পরিমাণে লাভ করেছে। বেসিলি (Basile) সংগৃহীত পেণ্টামেরণে (১৫৭৪) গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে। প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জার্মানীর যেকব আইরার-এর একটি নাটকে অনুরূপ কাহিনীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়। সেক্সপীয়রের টেম্‌পেস্ট নাটকেও এ ঘটনার স্রোত ক্ষীণ ধারায় লক্ষণীয়। নবপরিণীতা যুবতীকে নদী বা লেকের পাড়ে রেখে শহরে কোন কিছু খুঁজতে যাওয়া এমন কাহিনীর অনুরূপ একটি কাহিনী বেসিলির গ্রন্থে আছে। কিন্তু বাস্‌ক-এর পাঠান্তরে বেসিলির চেয়েও প্রাচীন নিদর্শন আছে—সেখানে একজন হিদেন নায়িকা খ্রীষ্টানমতে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে প্রবেশ করতে অনুমতি পায়নি।

যাহোক, ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ ইংলণ্ড থেকেই গল্পটি প্রথম জ্যামেকা রাজ্যে প্রবেশ করে এবং একটি নিগ্রো গল্পের সাথে মিশে একত্রে বাস করে। পরে গল্পটি জ্যামাইকা থেকে আমেরিকার অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে। ইউরোপীয় গল্পই যে অনুরূপ কাহিনী-বিশিষ্ট সামোয়ার একটি লোকগীতিকার উৎস তাও প্রমাণিত। এস্কিমোদের মধ্যেও এই গল্পটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেখানেও এর আগমন ঘটে ইউরোপ থেকেই। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ শূলক্র্যাফ্‌ট (Schoolcraft) তাঁর Algic Researches-এ অনুরূপ দুটো গল্পের উল্লেখ করেছেন।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমেরিকাতে প্রাপ্ত গল্পগুলোর উৎস ইউরোপীয় দেশসমূহ। ইউরোপ থেকে গল্পটি দুই পথে আমেরিকাতে প্রবেশ করেছে —এক, ইউরোপ থেকে সোজা আমেরিকায়; দুই, ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় এবং

আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের মারফতে। ইউরোপীয় জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশে বসবাসের সময় গল্পটি তাদের সাথে নতুন মহাদেশে আসে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। অপর পক্ষে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ইউরোপের সাথে আফ্রিকার পরিচয় নিবিড় হবার সময় গল্পটির দু-একটি পাঠান্তর আফ্রিকায় সম্ভবতঃ গিয়ে থাকবে এবং সেখান থেকে নিগ্রোদের সঙ্গে নতুন মহাদেশে এসে থাকতে পারে। অবশ্যি গল্পটির পাঠান্তর আফ্রিকায় তুলনা-মূলকভাবে বিরল বলে এই অনুমানের সত্যতা সন্দেহাতীত নয়।

এ যাবৎ আলোচনায় এ কথা বোধহয় উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা গেছে যে গল্পটি সারা বিশ্বে ব্যাপক পাখা বা শাখা বিস্তার করেছে। গল্পটি সম্পর্কে নিম্নের উক্তি সত্যভাষণ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে :

> In all parts of the world, and without any regard to the different stages of civilization this story has been welcomed and in each country made to assume a form or less characteristic. The defusion of the tale seems to have followed the course of civilization and the interchonge of trade and to have spread from more civilzed races those inferior in the scale according to the usual courses of FolkIore.[১১]

গল্পটির মূল ঐতিহাসিক উৎস কোথায় এ বিচার করতে হলে আবার পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসতে হয়। আমেরিকার পাঠান্তরসমূহের উৎস যে ইউরোপীয় দেশসমূহে নিহিত, একথা বলা হয়েছে। ইউরোপের কোন্ দেশ থেকে গল্পটি মূলতঃ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে এ সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ বলেন স্পেন থেকে, কেউ বলেন ফ্রান্স থেকে, আবার কেউ বলেন ইংল্যাণ্ড,আয়ারলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড থেকে। আমার মনে হয় আমেরিকার বিভিন্ন অংশে গল্পটির পরিব্যাপ্তিতে এই তিনটি দেশেরই প্রভাব স্বীকার করা ভাল। ইউরোপীয় গল্পের উৎস যে পাক-ভারত উপমহাদেশ তা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। ইউরোপীয় পাঠান্তরের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধ হয় রাশিয়াতে বিদ্যমান। গল্পটি যে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে চীন তিব্বত পেরিয়ে পূর্ব-ইউরোপে প্রথম প্রবেশ করে তা সঙ্গত কারণেই অনুমেয়। পাক-ভারত

১১। লেখকের একটি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

উপমহাদেশ থেকেই গল্পটি বার্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং জাপানেও ভ্রমণ করেছে। সুতরাং এসব আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে গল্পটির প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদের স্তোত্রে পাওয়া যায়। সেখান থেকে পরবর্তীকালে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গল্পটি বিস্তার লাভ করে। পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকেই বিশ্বের অন্যত্র এ গল্পের বিস্তার ঘটেছে। গল্পটির ঐতিহাসিক উৎস ও ভৌগোলিক বিস্তার অনুসন্ধান করলে এই সিদ্ধান্তেই না এসে উপায় নেই। অবশ্য গল্পটি রাশিয়া পেরিয়ে ইউরোপে প্রবেশ লাভ করার পর এ গল্পের মেজাজ এবং চারিত্রে যে ইউরোপীয় আবহাওয়া বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে কথাও এ গল্পের বিচার প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত পাশ্চাত্ত্য পাঠগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে জি ই ১ (লেডী ফিদারফ্লাইট) পাঠটিই প্রাচীনতম। গল্পটি ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফোকলোর কংগ্রেসে প্রথম পঠিত হয়। পরে ১৮৯৩ সালে গল্পটি জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় ভ্রমণ করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাপ্ত প্রাচীন পাঠান্তরগুলোর মধ্যে এই পাঠ অন্যতম। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত পাঠগুলোর মধ্যে আরো একটি পাঠ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠটি ভারতের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পণ্ডিত নাতেশা শাস্ত্রী সংগ্রহ করেন। গল্পটির প্রথম মুদ্রণ দেখা যায় ১৮৮৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত গল্প সংগ্রহ Dravidian Nights Entertainments গ্রন্থে। আলোচ্য প্রবন্ধে গল্পটির নাম ভাগ্যান্বেষী যুবক। ১৮৮৬ সালে প্রথম প্রকাশ ঘটলেও শাস্ত্রী মশায় গল্পটি সংগ্রহ করেন সম্ভবতঃ ১৮৮০/৮২ সালের দিকে। অপরপক্ষে লেডী ফিদারফ্লাইট গল্পটি সংগৃহীত হয় ১৮৯১ সালের দিকে। সুতরাং কালের বিচারে দক্ষিণ ভারতের গল্প ভাগ্যান্বেষী যুবক আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ অঞ্চলের গল্প লেডী ফিদারফ্লাইট অপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা সঙ্গত।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এ প্রবন্ধে একটি পুর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পাঠ-পরিক্রম সম্ভব নয়। কমপক্ষে শ'পাঁচেক পাঠান্তর পাক-ভারত উপমহাদেশ,ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হলে তবেই এ জাতীয় আলোচনার তুলনামূলক প্রকৃতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরা

সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে পাঠান্তর অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক। তবু প্রদত্ত পাঠান্তরগুলোকে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েনে। এবং প্রবন্ধ-লেখক দৃঢ়ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছেন যে আলোচ্য কাহিনীটি পাক-ভারতীয়। তিনশত, পাঁচশত, বা এক হাজার পাঠান্তর পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করে ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পাঠপর্যালোচনা যেদিন সম্ভব হবে সেদিনও, প্রবন্ধ-লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, এই একই সিদ্ধান্তে আসতে হবে—অর্থাৎ কাহিনীটির উৎস পাক-ভারতীয়। ঋগ্বেদের স্তোত্রে এ কাহিনীর প্রথম উদ্‌ভাসন। এই সিদ্ধান্ত এবং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি-ভিত্তিক আলোচনার একটি নমুনা, যা কিনা আমাদের লোকসাহিত্যের আলোচনায় একেবারেই অজ্ঞাত, বলাই বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ। প্রবন্ধটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এমন দাবী করবার ধৃষ্টতা প্রবন্ধলেখকের নেই, তা সবিনয়ে স্বীকার করেই প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করা যাক।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

সংকেত-নির্দেশ

পাশ্চাত্ত্য ঃ

জি ই (G E)—যে গল্পগুলো ইংল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত।
জি ই এ এম—(G E A M)—ইংলিশ গল্প, বিশেষ করে, ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড থেকে আনীত গল্প আমেরিকা থেকে সংগৃহীত।
আর এস এ এম—(R S A M)—স্পেনীয় গল্প আমেরিকা থেকে সংগৃহীত।
আম ইণ্ড—(Am. Ind)—আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত গল্প।
জে এ এফ—(J A F)—জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর।

উপরোক্ত সংকেতসমূহ পাশ্চাত্ত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে স্বীকৃত বলেই এখানে অপরিবর্তিত রাখা হোল।

পাক ভারতীয় ঃ

উঃ ভাঃ = উত্তর ভারতীয় গল্প।
দঃ ভাঃ = দক্ষিণ ভারতীয় গল্প।
পূঃ ভাঃ = পূর্ব ভারতীয় গল্প।
মঃ ভাঃ = মধ্য ভারতীয় গল্প।
পঃ পাঃ পাবঃ = পূর্ব পাকিস্তনের পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত গল্প।
পূঃপাঃ রং = পূর্ব পাকিস্তনের রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত গল্প।
পূঃ পাঃ ব = পূর্ব পাকিস্তানের বগুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত গল্প।
পঃ পাঃ = পশ্চিম পকিস্তানী গল্প।

আলোচ্য গল্পগুলো সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য ঃ

জি ই—১

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় International Folklore Congressএ গল্পটি প্রথম পঠিত হয়। ম্যাসাচুসেট্‌স-এর অন্তর্গত কেম্ব্রিজ শহরের জে, বি, ওয়ার্ণার তাঁর জনৈকা নিকট আত্মীয়া এলিজাবেথ হোয়ার (ম্যাসাচুসেট্‌স-এর কনকর্ডস্থিত) -এর নিকট গল্পটি শোনেন। হোয়ার গল্পটি ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জে এ এফ-এ গল্পটি প্রকাশ পায়।[১২]

আম. ইণ্ড. ১

মিঃ হার্বার্ট স্পিন্‌ডেন জে এ এফ এল-এ[১৩] তাঁর একটি প্রবন্ধে উদাহরণ হিসাবে গল্পটির উল্লেখ করেন। প্রবন্ধের নাম Myths of Nez Pece Indians. গল্পটির নাম I wancpts wipki বা বউ নেই বলে কাঁদে।

আর এস এ এম ১

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে জে, আলবেন মানস মেক্সিকোর জালিস্ক রাষ্ট্রের অন্তর্গত আজকুইল্টান-এর পুউরলো থেকে সংগ্রহ করেন। গল্পটি স্পেন থেকে আগত।[১৪]

আম. ইণ্ড. ২

কানাডার অন্তর্গত অন্টারিওস্থ ফোর্ট উইলিয়াম-এর পেনাসী নামক এক ভদ্রলোকের নিকট থেকে উইলিয়াম জোন্‌স ১৯১৬ সালের দিকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেন।[১৫]

১২। জে এ এফ, ১৮৯৩, পৃ ৫৪—৬২।

১৩। ঐ, ১৯০৮, পৃ ১৫৬।

১৪। ঐ, ১৯১২, পৃ ৯৯৭।

১৫। ঐ, ১৯১৬, পৃ ৩৮৬।

জি ই এ এম ১

গল্পটি বলেন ইসাবেল গুগ্‌গু মরিস—সংগ্রহ করেন ট্রুম্যান মাইকেলসো। ১৯২৫ সালে গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে।[১৬] ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এসে গল্পটি বেশ পরিবর্তন করে।

জি ই এ এম ২

গল্পটি বলেন বাথশেবা নিবাসী স্যামুয়েল ক্যারিংটন। তাঁর বয়স তখন ৭০ বৎসর। তিনি শৈশবে পিতার নিকট গল্পটি শুনেছিলেন। এলসি ক্লিউস পারসন গল্পটি সংগ্রহ করেন।[১৭]

জি ই এ এম ৩

গল্পটি বলেন এ্যাণ্ড্রুজ দ্বীপের ম্যাষ্টিক পয়েন্টের ৩৮ বৎসর বয়স্ক এলিজাবেথ র‍্যালী। গল্পটির নাম গ্রীন লীফ। ১৯২৮ সালে গল্পটির প্রথম প্রকাশ।[১৮]

জি ই এ এম ৪

গল্পটি বলেন এ্যালিস ইডরসেট। গল্পটি গ্রীনলীফ গল্পের একটি পাঠান্তর। ১৯২৮ সালে গল্পটি প্রকাশ পায়।[১৯]

জি ই এ এম ৫

গল্পবক্তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ওয়ালটিংসবাসী জর্জ কাম্বারব্যাস। এ গল্পটিও গ্রীনলীফ গল্পের পাঠান্তর। ১৯২৮ সালে গল্পটি প্রকাশ পায়।[২০]

জি ই এ এম ৬

গল্পবক্তা নরফোক ভা-এর হ্যারল্ড ব্রাউন। গল্পটির সংগ্রাহক আর্থার হ্যাফ ফাউসেট। এ গল্পও গ্রীনলীফের পাঠান্তর এবং এর প্রকাশও ১৯২৮ সালে।[২১]

১৬। জে এ এফ, ১৯২৫, পৃ ১০৫।
১৭। ঐ, ১৯২৫, পৃ ১৭৫।
১৮। ঐ, ১৯২৮, পৃ ৪৯০।
১৯। ঐ, ১৯২৮, পৃ ৫০৪।
২০। ঐ, ১৯২৮, পৃ ৫০৬।
২১। ঐ, ১৯২৮, পৃ ৫৩৯।

জি ই এ এম ৭

এ গল্পটিও ইউরোপীয়। ১৯৩২ সালে গল্পটি প্রকাশ পায়।[২২] নাম "The suitor tested" গল্পটি আমেরিকা থেকে সংগৃহীত।

জি ই এ এম ৮

গল্পটি আমেরিকা থেকে সংগৃহীত। এ গল্পটিও ইউরোপীয়। ১৯৩৪ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৩]

জি ই এ এম ৯

১৯৩৭ সালে "The boy and his Godmother" নামে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৪] এ গল্পটিও ইউরোপীয় এবং আমেরিকায় সংগৃহীত।

আম. ইণ্ড. ৩

১৯৩৯ সালে "Girl as Heiper in the Hero's Flight" নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৫] গল্পবক্তা একটি যন্ত্রশিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য—তার পিতা ছিল মিডউইউন-এর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

আম. ইণ্ড. ৪

আম. ইণ্ড. ৩ গল্পটির একটি পাঠান্তর এই গল্প। উইলিয়াম বেরেন্স-এর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট থেকে গল্পটি সংগৃহীত। গল্পবক্তা দীর্ঘ-দিন পূর্বে গল্পটি একজন ক্রী ইণ্ডিয়ান-এর নিকট শুনেছিল। এ. আরভিং হল-ওয়েল গল্পটি সংগ্রহ করেন। গল্পটি ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।[২৬]

২২। জে এ এফ, ১৯৩২, পৃ ১২।

২৩। ঐ, ১৯৪৪, পৃ ৩৭৭।

২৪। ঐ, ১৯৩৭, পৃ ১৭৮ (দ্রষ্টব্য Botte Palivka, Amerkungen, I : 346)।

২৫। ঐ, ১৯৩৯, পৃ ১৫৫ ৬১।

২৬। ঐ, ১৯৩৯-পৃ ১৬১-১৭০।

উঃ ভাঃ ১

ভাগ্যান্বেষী যুবক। সংগ্রাহক উইলিয়াম ক্রুক (W. Crooke), স্থান অযোধ্যাঞ্চল (ভারত)। প্রথম মুদ্রণ—ইংরেজী পত্রিকা নর্থ ইণ্ডিয়ান নোট্‌স এণ্ড কোয়েরিজ, পঞ্চম খণ্ড (১৮৯৬ খ্রীঃ), লণ্ডন, নং ৬২৫।[২৭]

উঃ ভাঃ ২

স্বামী স্ত্রী ও ভালুক। সংগ্রহক মিঃ মুনরো, স্থান উড়িষ্যাঞ্চল (ভারত)। প্রথম মুদ্রণ—ইংরেজী পত্রিকা ম্যান ইন ইণ্ডিয়া, রাঁচী, দশম খণ্ড (১৯৪৪), পৃ ১—৩৪।[২৮]

দঃ ভাঃ ১

ভাগ্যান্বেষী যুবক। সংগ্রাহক পণ্ডিত নাতেশা শাস্ত্রী। গল্পটি শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। ১৮৭৬ সালে Dravidian Nights গ্রন্থে এ গল্পের প্রথম আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পৃ ৮০—১০১।[২৯]

পূঃ ভাঃ ১

যুবতীর সন্ধানে যুবক। গল্পটি সংগ্রহ করেন শোভনা দেবী। স্থান কলকাতার উপকণ্ঠ। ১৯৪৫ সালে শোভনা দেবীর The Oriental Pearls গ্রন্থে গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায়। পৃ ৮৪—৯৬।[৩০]

পূঃ ভাঃ ২

স্থান—আসামাঞ্চল (ভারত)। সংগ্রাহক বুরহিয়ার সাধু বেজবড়ুয়া। গল্পটির নাম "অজানার অন্বেষণ"। প্রথম মুদ্রণ—বেজবড়ুয়া-সম্পাদিত গ্রন্থ কাক দেওতা আরু নাতিলোরা, গৌহাটী, ১৯৩৭। পৃ ৮৭—১০১।[৩১]

২৭। North Indian Notes & Queries, Vol. 5 (1896), London, No. 625.

২৮। Mr. Monro. Man in India, Ranchi, Vol. X (1941), p. 1—14.

২৯। Pandit S. M. Natesa Sastri. The Dravidian Nights Entertainments, Madras 1886.

৩০। Shovana Devi. The Orientel Pearls. London, 1915.

৩১। Burhiair Sadhu Bezbarua. Kakadeuta Aru Natilora. Gauhati, 1937

মঃ ভাঃ ১

বিবাহের সন্ধানে যুবকের যাত্রা। সংগ্রাহক বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ভেরিয়ার এলউইন। স্থান মধ্যভারত। গল্পটি এলউইনের বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ Folktales of Mahakoshal গ্রন্থে ১৯৪৪ সালে প্রকাশ পায়। পৃ ৪০১—৪০৩। [৩২]

প্রদত্ত ভারতীয় পাঠান্তরসমূহ ছাড়াও আসামের নানা অঞ্চল থেকে Mills এবং বাংলা বিহারের সাঁওতাল অঞ্চল থেকে বোডিং এই কাহিনীর কয়েকটি পাঠান্তর সংগ্রহ করেন। এগুলোতে নতুনত্ব তেমন কিছু নেই বলে এখানে উল্লিখিত হলো না। [৩৩]

পূঃ পাঃ পাব ১

ভাগ্যান্বেষী বালক। সংগ্রাহক লেখক স্বয়ং। কাহিনী-বর্ণনায় মোহাম্মদ আজীজুল হক, গ্রাম চরতারাবাড়ীয়া, ডাকঘর সোনতলা, জেলা পাবনা। বয়স ৪৬ বৎসর। পেশা কৃষিকর্ম। প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর কৃষিকর্মই পেশা হিসাবে নির্বাচিত। গল্পটি আজীজুল হক শৈশবে তার এক চাচার নিকট শুনেছে। ১৯৫৮ সালে গল্পটি সংগৃহীত হয়।

পূঃ পাঃ পাব ২

হাঁসপরী। সংগ্রাহক লেখক স্বয়ং। কাহিনী-বর্ণনায় আছের সরকার। গ্রাম চরনবীপুর, ডাকঘর ডিগ্রিচর, জেলা পাবনা। বয়স ৫৫ বৎসর। পেশা কৃষিকর্ম। অক্ষরপরিচয়হীন। গল্পটি সরকার শৈশবে তার এক পিতামহের নিকট শুনেছে। সংগ্রহের বছর ১৯৬০।

পূঃ পাঃ পাব ৩

কেশবতী কন্যা। সংগ্রাহক লেখক স্বয়ং। কাহিনী-বর্ণনায় মুনশী সেকেন্দার আলী। গ্রাম সৈদপুর, জেলা পাবনা। বয়স ৬৫ বৎসর। পেশা কৃষিকর্ম। চতুর্থ

৩২। Verrier Elwin. Folktales of Mahakoshal. New York, 1944. pp. 401—403.

৩৩। দ্রষ্টব্য P. O. Bodding. Santal Folk Tales, Vol. II. Cambridge, Mass, 1925-29, pp. 317-365 এবং J. P. Mills. The Lhota Nagas. London, 1922, pp. 187-190.

শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর টুকটাক ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করেন। পুথি পাঠে অপূর্ব কৃতিত্ব। গল্প বলায় বিশেষ আনন্দ আছে। গল্প বলার ঢং বিশিষ্ট এবং সে কারণেই চিত্তাকর্ষক। গল্পটি তিনি তাঁর এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট শৈশবে শুনেছিলেন। ১৯৬০ সালে গল্পটি সংগৃহীত।

পূঃ পাঃ বঃ ১

সাহায্যকারী বন্ধুত্রয়। সংগ্রাহক লেখক স্বয়ং। কাহিনী-বর্ণনায় এখলাস মিয়া। গ্রাম ও ডাকঘর বগুড়া, জেলা বগুড়া। বয়স ৪৩ বৎসর। শহরের পাশে বাড়ী। রিকসা চালনা তার পেশা। সামান্য অক্ষর পরিচয় আছে। শৈশবে সে তার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট গল্পটি শুনেছিল। সংগ্রহের সময় ১৯৬০ সালের বর্ষাকাল।

পূঃ পাঃ রং ১

বোবা কন্যার কেচ্ছা। সংগ্রাহক লেখক স্বয়ং। কাহিনী-বর্ণনায় আসলাম ব্যাপারী। গ্রাম ও ডাকঘর রংপুর, জেলা রংপুর। ধানের ব্যবসা করেন। রংপুর থেকে ধান নিয়ে নদীপথে পাবনায় বিক্রয় করেন। বয়স ৫০।৫২ বৎসর। অক্ষর পরিচয় আছে। বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কষ্টসহিষ্ণু মানুষ। কাহিনীটি তিনি বছর দশেক পূর্বে তাঁর ৭০।৭৫ বৎসর বয়স্কা পিতামহীর (বর্তমানে মৃতা) নিকট শুনেছেন। সংগ্রহের সময় ১৯৬১ সালের শীতকাল।

পঃ পাঃ ১

রুজীর সন্ধানে যুবক। স্থান, পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চল। সংগ্রাহক চার্লস্ সন্ন্যারটন। তিনি জনৈক ফকির বাবাজীর নিকট থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেন। কাহিনীটি ১৮৯২ সালে সন্ন্যারটন সম্পাদিত গল্পসংগ্রহ Indian Night's Entertainment গ্রন্থে প্রকাশ পায়। [৩৪]

পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চল থেকে চার্লস অগাষ্টাস কিনকেইড অনুরূপ একটি কাহিনী সংগ্রহ করেন। ১৯২২ সালে কাহিনীটি কিনকেইড সম্পাদিত Tales

---

৩৪। Charles Swynnerton. Indian Night's Entertainment, London, 1892, pp. 188—201.

of Old Sind গ্রন্থে প্রকাশ পায়।[৩৫]

কিনকেইড ও সন্ন্যারটন সংগৃহীত পশ্চিম পাকিস্তানী কাহিনীদ্বয়ের গল্পাংশে তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম নেই বলে বর্তমান আলোচনায় একটি মাত্র কাহিনীর (সন্ন্যারটন-সংগৃহীত) নমুনা প্রদত্ত হোল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সিংহলেও এই কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। সিংহল থেকে Henry Parker এ জাতীয় কাহিনী সংগ্রহ করেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত পার্কার-সম্পাদিত Village Folk-Tales of Ceylon গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অনুরূপ একটি কাহিনী স্থান লাভ করে।[৩৬] দক্ষিণ ভারতীয় কাহিনীসমূহের সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। সে কারণেই কাহিনীটির পৃথক আলোচনা পরিত্যাগ করা গেল।

৩৫। C. A. Kincaid. Tales of Old Sind, Lonbon, 1921. pp. 75—89.

৩৬। Henry Parker. Village Folk-Tales of Ceylon. London, 1910, pp. 67—70.

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

মূল ঘটনা ঃ

(ক) যুবকের বিদেশ যাত্রা ঃ দানব, দুষ্ট রাজা, ডাইনী বা অনুরূপ দুর্বৃত্তের গৃহে আগমন।

১। যুবক তার মায়ের সঙ্গে বা পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে বাস করে ঃ
পূঃ পাঃ পাব ১, জি ই, ১, আম. ইণ্ড ১, ৩, ৪, জি ই এ এম ৩, ৪, ৫ ।

২। বালক বা যুবক তার ভ্রাতা অথবা ভগ্নীর সঙ্গে বাস করে ঃ
আম. ইণ্ড. ২, জি ই এ এম ১।

৩। যুবক বিদেশে যাত্রা করে ঃ
(ক) খাদ্যের সন্ধানে (মটিফ, এইচ ১৩০৫) —জি ই ১, জি ই এ এম ৩, আম. ইণ্ড ২।
(খ) বধু বা সুন্দরী যুবতীর উদ্দেশ্যে (মটিফ, এইচ ১৩৮১। ৩. ১. ২,) — আম. ইণ্ড ১, আর এস এম এ ৩ ; অজানা নারীর চপেটাঘাত খেয়ে সৈনিক তার সন্ধানে যায় --জি ই এ এম ৬, পূঃ ভাঃ ১, মঃ ভাঃ ১, পূঃ পাঃ পাব ১, ২।
(গ) শিকারের বা তীরচালনা পরীক্ষার সন্ধানে —জি ই এ এম ১, আম. ইণ্ড, ৩।
(ঘ) ভাগ্যের সন্ধানে —পূঃ পাঃ পাব ১, পঃ পাঃ ১, উঃ ভাঃ ১, দঃ ভাঃ ১।
(ঙ) অজানার উদ্দেশ্যে—পূঃ ভাঃ ২।

৪। নায়ক রাস্তায় সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বস্তু লাভ করে ঃ
পূঃ পাঃ ব১, আম. ইণ্ড. ১, ৩, ৪, আর এস এ এম ১, জি ই এ এম ১, ৬, ৯।

৫। যুবক উপস্থিত হয় ঃ
(ক) দানব বা ডাইনীর বাড়ীতে--পূঃ পাঃ পাব ১, ২, ৩, জি ই ১, আম. ইণ্ড. ১, জি ই এ এম ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, আর এস এ এম ১।
(খ) দুর্দান্ত বা অত্যাচারী রাজার প্রাসাদে—পূঃ পাঃ পাব ৩, জি এ এম ৬, আম. ইণ্ড. ৪, পঃ পাঃ ১, ভারতীয় কাহিনীর সবগুলো প্রদত্ত পাঠান্তর (উঃ ভাঃ ১ ও ২ ছাড়া)।

(গ) পাতাল রাজার গৃহে —পূঃ পাঃ রং ১ ।

৬। পথের ঘটনাসূত্রে নায়ক গন্তব্যস্থলে আসে ঃ

(/) পাহারারত দুর্দান্ত কুকুর বা ঘোড়াকে হত্যা করে ঃ আম. ইণ্ড. ১ ও ৩ ।

(৵) ক্রন্দনরতা বালিকাকে সাহায্য করে ঃ পূঃ পাঃ পাব ১ ।

(৶) হংসপরীর অনুসরণে ঃ পূঃ পাঃ পাব ২ ।

(।) কেশবতীর কেশ দেখে ঃ পূঃ পাঃ পাব ৩ ।

(।/) কন্যার ইশারা লক্ষ্য করে ঃ পূঃ পাঃ রং ১ ।

(।৵) ভালুক কর্তৃক ধৃত হয়ে ঃ উঃ ভাঃ ২ ।

(।৶) স্নানরতা যুবতীর বস্ত্র অপহরণ করে ঃ উঃ ভাঃ ১ ও ২ ছাড়া প্রদত্ত ভারতীয় সবগুলো পাঠান্তর ।

(খ) পরীক্ষামূলক কর্ম ঃ

১। যুবকের বিবাহপূর্ব শর্ত ঃ পূঃ পাঃ পাব ১, ২, ৩, পূঃ পাঃ রং ১, পূঃ পাঃ ব ১, পূঃ ভাঃ ১, আম. ইণ্ড. ২, জি ই এ এম ২, ৩, ৫, ৬ ।

২। শর্ত একটি ভাঁওতা মাত্র—জি ই ১, জি ই এ এম ৬, ৮ ।

বিশিষ্ট কর্মসমূহ ঃ

১। দুই পুকুরের পানি রাতের মধ্যে একটি পুকুরে নিয়ে ভরতে হবে—আম. ইণ্ড. ৪ ।

২। একদিনে পুকুর খুঁড়ে দুধে ভরতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ১ ।

৩। গোশালা একরাতে পাখীর পালকে ভরতে হবে—আম. ইণ্ড. ৪, জি ই ১ ।

৪। পুকুরে দুধ ও পানি একসাথে ঢেলে দুধ ও পানি একরাতে আলাদা করতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ৩ ।

৫। নদীর স্রোতে হারানো সোনার মালা খুঁজে বের করতে হবে—জি ই এ এম ৮ ।

৬। রাজপ্রাসাদের পাশে নদী প্রবাহিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে—জি ই এ এম ৯ ।

৭। দূরবর্তী পাহাড় বা কূপ থেকে পানি আনতে হবে—জি ই এ এম ৩, ৬; অথবা সাপের মণি আনতে হবে—পূঃ পাঃ বঃ ১ ।

৮। জঙ্গল অথবা পাহাড় কেটে একরাতে ফসল ফলাতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ১, ৩, জি ই এ এম ১, ২, ৩, ৫, ৭, পূঃ ভাঃ ১।

৯। কতকগুলো মিশ্রিত ফসলের বীজ স্তূপ থেকে আলাদা করতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ২, জি ই ১।

১০। নদীতে এক কাপ চকোলেট ফেলে আলাদা করতে হবে বা পুল নির্মাণ করতে হবে—জিই এ এম ৭।

১১। ছিদ্র পাত্রে পানি এনে পুকুর ভরতে হবে—উঃ ভাঃ ২, জি ই এ এম ১।

১২। বাঘের দুধ অথবা আশ্চর্য ফুল আনতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ২, পূঃ ভাঃ ১।

১৩। দুর্দান্ত বা ডাইনী ঘোড়ায় উঠতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ২, জি ই এ এম ৯।

১৪। জন্মান্ধ আত্মীয়ার চোখ ভাল করতে হবে বা বোবা কন্যার বাক শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে—পূঃ পাঃ পাব ৩, পূঃ পাঃ রং ১।

১৫। কচুর পাতায় যে খাদ্য ধরে তাই খেয়ে বাঁচতে হবে—পূঃ পাঃ রং ১।

১৬। অনেকগুলো নারীর আঙ্গুল দেখে কে রাজকন্যা তা স্থির করতে হবে—জি ই এ এম ৭, আম. ইণ্ড. ৪।

১৭। বিষাক্ত সাপ বা নরখাদক রাক্ষস হত্যা করতে হবে—পূঃ পাঃ রং ১।

১৮। মরুভূমিতে ফসল ফলাতে হবে—পঃ পাঃ ১।

১৯। যাদুমন্ত্র-পরিবৃত জংগল থেকে গাছ আনতে হবে—জি ই এ এম ৩।

২০। মরাগাছা ফুল ফোটাতে হবে—পূঃ ভাঃ ১।

২১। একরাতে পুকুর বা দীঘি কেটে পানিতে ভরতে হবে—মঃ ভাঃ ১, পঃ পাঃ ১।

২২। একরাতে রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে হবে--আম. ইণ্ড. ৩, পঃ পাঃ ১, মঃ ভঃ ১।

২৩। আগুনে প্রবেশ করে বের হয়ে আসতে হবে—পূঃ ভাঃ ২, দঃ ভাঃ ১।

২৪। রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে হবে—দঃ ভাঃ ১, পূঃ ভাঃ ২।

২৫। যে গাছ কাটবার সঙ্গে আবার স্বরূপে ফিরে আসে সেই গাছ কাটতে হবে—জি ই এ এম ২।

২৬। স্বর্গদেশে কন্যার পিতার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে খবর নিয়ে আসতে হবে—পূঃ ভাঃ ১, ২, দঃ ভাঃ ১, মঃ ভাঃ ১।

কর্ম-সম্পাদনে যুবকের সাফল্য ঃ

১। যুবক সমস্ত কর্মই যুবতী বা তার ভাবী বধূর সাহায্যে সম্পন্ন করে ঃ প্রায় সমস্ত গল্পেই।

২। সাহায্যকারী বন্ধু বা বস্তুর সাহায্যে যুবক কর্ম-সম্পাদন করে—পূঃ পাঃ রং ১।

(গ) যুবতীর পলায়ন এবং যুবতী সহ যুবকের দেশে প্রত্যাবর্তন।

১। নৌকোর সাহায্যে পলায়ন—আম. ইণ্ড. ১।

২। ঘোড়ায় উঠে পলায়ন—জি ই ৬, জি ই এ এম ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ।

৩। রথে উঠে পলায়ন —পূঃ পাঃ পাব, ৩।

৪। পলায়নের পূর্বে যুবতীর যাদুমন্ত্র প্রয়োগে ঃ ক) থুথু বা রক্ত তাদের হয়ে পিতার ডাকের জবাব দেয়--জি ই ৬, জি ই এ এম ৯। খ) তারগুলো নিজেরাই খেলে এবং তাদের হয়ে জবাব দেয়—জি ই এ এম ৬। গ) পিঠা চুলো থেকে তাদের হয়ে কথা বলে—জি ই এ এম ৬।

পলায়ন বা প্রত্যাগমনের পথে পশ্চাদানুসারী পিতা, পিতামাত বা মাতার বিরুদ্ধে যুবতীর যাদুদ্রব্য বা শক্তি প্রয়োগ ঃ

১। একটি ছোট লাঠি বা চিরুনী ফেলে দিলে তাদের পশ্চাতে জংগল সৃষ্টি হয়—পূঃ পাঃ রং ১, জি ই ১, আর এস এ এম ১।

২। নখ কেটে ফেলে একটি ক্ষুরধার পথ তৈরী হয়—পূঃ পাঃ রং ১।

৩। পানি ফেলে দিলে একটি বিরাট নদী বা জলাশয় তৈরী হয়—জি ই ১।

৪। এক মুঠি ছাই ফেলে দিলে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়—আর এস এ এম ১।

৫। যুবকের জামা ছুঁড়ে মারলে এক বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়—পূঃ পাঃ পাব, ২।

৬। যুবকের লুঙ্গি ফেলে দিলে পাহাড় ও যুবতীর পালক ফেলে দিলে নদী সৃষ্টি হয় —পূঃ পাঃ পাব, ২।

৭। এক মুঠি লবণ ফেলে দিলে বিরাট নদী গড়ে ওঠে —আর এস এ এম ১, জি ই এ এম ৬।

৮। দুজনেই একই বস্তু বা প্রাণীর রূপে রূপ পরিবর্তন করে ঃ পিন হয়ে—আম. ইণ্ড. ২। হাঁস হয়ে—আম. ইণ্ড. ২, ৩ ।

৯। বিভিন্ন সময়ে ডিম ছুঁড়ে মারলে, পাহাড়, নদী অথবা জংগল দেখা দেয়—জি ই এ এম ৩।

১০। যব ফেলে দিলে বিরাট যবের মাঠ গড়ে ওঠে—জি ই এ এম ৬।

১১। যুবক যুবতী ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে—

(ক) যুবতী পুকুর, যুবক হাঁস—জি ই এ এম ৯।

(খ) যুবতী আপেল গাছ, যুবক একটী আপেল—জি ই এ এম ৯।

(গ) যুবতী গির্জা, যুবক প্রিস্ট—জি ই এ এম ৯।

(ঘ) যুবতী পাখীর বাসা, যুবক পাখী—পূঃ পাঃ পাব ১।

(ঙ) যুবতী সাপের গর্ত, যুবক সাপ—পূঃ পাঃ পাব ১।

(চ) যুবতী বাজপাখী, যুবক শিকারী—পূঃ পাঃ পাব ৩।

১২। মন্ত্রবলে পাখী ডেকে পাখীর পিঠে উঠে প্রত্যাগমন—জি ই এ এম ৬।

১৩। মন্ত্রবলে ঝড় সৃষ্টি করা—পূঃ পাঃ রং ১।

১৪। ম্যাজিক কাঠি বা বাক্স ব্যবহার করা—জি ই এ এম ১, ৯।

পশ্চাদানুসারী দানব, দুষ্টরাজা বা ডাইনী মাতাপিতার মৃত্যু ঃ

(১) নদীর পানি পান করে পেট ফেটে মরে—জি ই ১, জি ই এ এম ২, ৯ (পেট কাটলে পেট সেলাই করে ফিরে যায়)।

(২) গর্তে পড়ে মরে —জি ই এ এম ৩।

(৩) পাখীর পিঠ থেকে পড়ে মরে—জি ই এ এম ৬।

(ঘ) স্মৃতিবিভ্রম — বিস্মৃতির অবসান ঃ

১। যুবকের বিস্মৃতি—

(ক) কুকুরের নিশ্বাস লেগে—আম. ইণ্ড. ৪।

(খ) দাদীর সাথে মোলাকাত হলে—আর এস এ এম ১।

(গ) সাপের ন্যায় কেশ দেখে—পূঃ পাঃ পাব ৩।

২। নায়কের স্মৃতির পুনর্জাগরণ—

পূঃ পাঃ পাব ৩, আর এস এ এম ১, আম. ইণ্ড. ৪।

॥ পরিশিষ্ট ॥

গল্প-সংক্ষেপ

জি ই ১ (লেডী ফিদারফ্লাইট)

জ্যাক খাদ্যান্বেষণে বেরিয়ে একটি দানবের গৃহে উপস্থিত হয় এবং দানব-কন্যা ফিদারফ্লাইটের সহানুভূতি লাভ করে। দানব তাকে কয়েকটি অসম্ভব কাজ দেয় যেগুলো করতে সমর্থ না হলে তাকে আহার করে ফেলা হবে। কাজগুলো এই : এক, পাখার পালকে একটি ভাঁড়ার ঘর পূর্ণ করতে হবে; দুই, বিভিন্ন রকমের বীজ মিশ্রিত স্তূপ থকে বীজগুলো আলাদা করতে হবে ; তিন, বালি দিয়ে দড়ি তৈরী করতে হবে। সমস্ত কাজই সে ফিদারফ্লাইটের সাহায্যে সম্পন্ন করে। তারপর তারা পলায়ন করে। দানব তাদের পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু ফিদারফ্লাইট যাদুদ্রব্য পিছনে ছুঁড়ে ফেলে রক্ষা পায়। প্রথমে সে একটি কাঠি ফেলে দেয় আর একটি জংগল গজিয়ে ওঠে। তারপর তারা এক ফোঁটা পানি ফেলে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট দীঘি তৈরী হয়ে যায়। দানব দীঘির পানি পান করে শেষ করতে আরম্ভ করে ডুবে মরে। অবশেষে জ্যাক ও ফিদারফ্লাইট একটি শহরে আসে। ফিদারফ্লাইট শহরের উপকণ্ঠে একটি গাছে উঠে নিজেকে লুকায়। জ্যাক শহরে যায়। ইতিমধ্যে লোকেরা ফিদারফ্লাইটকে পেত্নী বিবেচনায় ঘিরে ধরে এবং মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। জ্যাক ফিরে এসে তাকে উদ্ধার করে এবং দুজনের মধ্যে বিবাহ হয়।

আম. ইণ্ড. ১ (বউ নেই বলে কাঁদে)

যুবক পিতামহীকে ছেড়ে স্ত্রীর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। দানবের কন্যাকে পাহারারত বন্য দুর্দান্ত অশ্ব হত্যা করে যুবক কন্যাকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তারা কন্যার দাদার বাড়ীতে যায়। কিছু দিন পরে বৃদ্ধ দাদার মৃত্যু হলে তারা কন্যার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়, কিন্তু পথে একটি দুষ্ট দানব তাদের অনুসরণ করে। তারা এক গাদা কাদা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, দানব কাদায় গড়াগড়ি করে। তারা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে দেয়, দানব ক্ষত বিক্ষত হয়, পরে তারা পাথর ছুঁড়ে মারে আর এক

পাহাড় গড়ে ওঠে, দানব পাহাড় পার হতে পারে না। এরপর তারা রীতিমাফিক পথে বিয়ে করে এবং দেশে ফিরে সুখী হয়।

আর এস এ এম ১ (মধুর গানের পাখী)

একজন সুন্দরী যুবতী জনৈক সৈনিককে আঘাত করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সৈনিক তার সন্ধানে ছুটলো। রাস্তায় সে একটি যাদুশক্তির জুতো, ছোট তীক্ষ্ণ লাঠি এবং একটি টুপি লাভ করে। এরপর সে একটি রাজপ্রাসাদে গিয়ে এক বন্দিনী রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করে তাকে নিয়ে পালায়। কন্যার দানবী মা তাদের পিছু ধাওয়া করে। কন্যা একটি চিরুণী ফেলে দেয় আর বিরাট জংগল গড়ে উঠে। দানবী জংগল পাড়ি দেয়। তখন তারা এক মুঠো ছাই ফেলে দেয় আর কুয়াশায় সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলে। দানবী তাও অতিক্রম করে। তখন তারা একমুঠো লবণ ফেলে দেয় আর এক বিরাট নদী তৈরী হয়। দানবী তা পার হতে পারে না—তবে অভিশাপ দেয় সৈনিক যেন তার কন্যাকে ভুলে যায়। সৈনিক দেশে ফিরে যুবতী রাজকন্যাকে রেখে পিতামাতার সাথে দেখা করতে যায়। সে পিতামহীর দেখা পেয়ে তাকে আলিঙ্গন করে এবং যুবতীকে ভুলে যায়। পরে সৈনিক যখন আর এক বিবাহ করতে উদ্যোগী হয় তখন রাজকন্যা দুটো ঘুঘু পাখী নিয়ে এসে সৈনিকের অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে বলে এবং এতেই সৈনিক স্মৃতি ফিরে পায়। তারপর তাদের বিবাহ হয় এবং তারা সুখে ঘর করে।

আম. ইণ্ড. ২

বড়বোনের নিকট থেকে বিদায় হয়ে যুবক বিদেশে গিয়ে কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক কন্যাকে বিয়ে করে। পরীক্ষাগুলো ছিল ঃ এক, জংগল রাতারাতি পরিষ্কার করা ; দুই, পাইন গাছের ডাল একটি কাঠের লাঠি দিয়ে বাঁকা করা। কাজ দুটোই সে সম্পন্ন করে যুবতীর সাহায্যে। কিন্তু যুবকীর পিতামাতার দুর্ব্যবহারে শীঘ্রই তাদের পালাতে হয়। পিতামাতা তাদের পিছু ধাওয়া করে। নিকটে এলে পলায়নরত স্বামী-স্ত্রী প্রথমে দুটো পিন, পরে বন্য মোরগ মুরগী এবং সর্বশেষে হংসহংসী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মরক্ষা করে।

জি ই এ এম—এ (ম্যাজিক প্রত্যাগমন)

ফিলিপ শিকার করতে করতে এক প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রাজকন্যাকে বিবাহের শর্ত হিসাবে কয়েকটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এক, পুকুর শুকিয়ে এক রাতে গম জন্মাতে হবে; দুই, স্থানীয় পাহাড়টিকে একরাতে সমভূমি করতে হবে; তিন, একজন মানুষের শরীরের বিক্ষিপ্ত অঙ্গসমূহ জোড়া লাগাতে হবে। ফিলিপ রাজকন্যার সাহায্যে সবগুলোই সম্পন্ন করে। কিন্তু কন্যামাতার অত্যাচারে তাদের পালাতে হয়। মাতা তাদের অনুসরণ করে কিন্তু কৃতকার্য হয় না। তারা বিয়ে করে সুখী হয়।

জি ই এ এম ২ (ম্যাজিক প্রত্যাগমন)

একজন দৈত্যের সঙ্গে পাশা খেলে যুবক দৈত্যের কন্যাকে প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করে কতগুলো কার্য সম্পন্ন করবার শর্তে। কাজগুলো অনাবাদী জমি আবাদ করা, মিশ্রিত শস্যকণা আলাদা করা ইত্যাদি। সবই যুবক দৈত্যকন্যার সাহায্যে সম্পন্ন করে। পরে তাদের বাধ্য হয়ে পলায়ন করতে হয়। দৈত্য তাদের অনুসরণ করে কিন্তু ম্যাজিক শক্তিতে সে কন্যার নিকট পরাজিত হয়ে মারা যায়। যুবক যুবতীসহ দেশে ফিরে সুখে ঘর করে।

জি ই এ এম ৩ (ম্যাজিক প্রত্যাগমন)

জ্যাক ভাগ্যান্বেষণে গিয়ে দৈত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে। দৈত্য জ্যাককে কতকগুলো কাজের বিনিময়ে কন্যাদানে সম্মত হয়। কাজগুলো পাহাড় কেটে ফসল ফলানো, ছিদ্র কলসীতে পুকুর ভরা, এই জাতীয়। সব কাজই দৈত্য-কন্যার সাহায্যে সে সম্পন্ন করে। পরে কন্যাসহ জ্যাককে পালাতে হয়। দৈত্য তাদের অনুসরণ করে। কিন্তু কন্যার শক্তিশালী ম্যাজিকের নিকট দৈত্যের ম্যাজিকশক্তি পরাজিত হয় এবং দৈত্য মারা যায়। জ্যাক ও দৈত্যকন্যা বিবাহ করে এবং সুখে ঘর করতে থাকে।

জি ই এ এম ৪ (গ্রীনলীফ)

পথক্লান্ত জ্যাক রাত্রিযাপনের জন্য এক দৈত্যগৃহে আশ্রয় লাভ করে। রাত্রে জ্যাককে দৈত্যকন্যা গ্রীনলীফের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কন্যার সাথে

রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। দৈত্য জ্যাককে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। জ্যাক যুবতীসহ পলায়ন করে। তখন দৈত্যের স্ত্রী গাধা হয় এবং দৈত্য তার পিঠে উঠে পলায়নরত যুবক যুবতীকে অনুসরণ করে। কন্যা কয়েকটি বস্তু ছুঁড়ে মারে আর পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার পিতা তা অতিক্রম করে। অবশেষে সে ডিম ছুড়ে মারে আর বিরাট এক নদী গড়ে ওঠে। দানব-দানবী নদীর পানি পান করে শেষ করতে না পেরে ফিরে যায়। জ্যাক যুবতীসহ দেশে ফিরে সুখে ঘর করে।

জি ই এ এম ৫ (গ্রীনলীফ)

এক দানব তার কন্যা গ্রীনলীফের পাণি গ্রহণের শর্ত হিসাবে জ্যাককে কতকগুলো কাজ দেয়। কাজগুলো বিভিন্ন পাখীর পালক এক পালকস্তুপ থেকে আলাদা করা, অনাবাদী জমি চাষ করে ফসল ফলানো, এই জাতীয়। দানবকন্যার সাহায্যে জ্যাক সব কাজই সম্পন্ন করে। বিয়ের কিছুদিন পর জ্যাককে স্ত্রীসহ পালাতে হয়। দানব তাদের অনুসরণ করে। কন্যা কয়েকটি দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলে আর বাধার সৃষ্টি হয়। অবশেষে সে ডিম ছুঁড়ে ফেললে নদী গড়ে ওঠে। দানব নদীর পানি পান করতে করতে পেট ফাটিয়ে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাটা পেট সেলাই করে সে ফিরে যায়। জ্যাক দেশে ফিরে দানবকন্যাসহ সুখে দিন যাপন করে।

জি ই এ এম ৬

যুবক বিবাহের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। সে পথে একজন লোকের দেখা পেল যে প্রতি পদক্ষেপে পাঁচ মাইল যায়। দ্বিতীয় লোকের দেখা পেল যে পঁচিশ বছর পূর্বে গুলি-বিচ্ছুরিত বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়। তৃতীয় ব্যক্তি বন্দুক দিয়ে আকাশের গায়ে গুলি ছুঁড়ে গর্ত তৈরী করতে পারে। এই তিন ব্যক্তি-সহ সে এক রাজপ্রাসাদে উঠলো। রাজা তার কন্যা বিয়ের শর্ত হিসাবে যুবককে কতকগুলো কাজ দিল। যথা ছ মাসের পথ থেকে কোন বস্তু একদিনে নিয়ে আসা, পঁচিশ বছর পূর্বে গুলি বিচ্ছুরিত বন্দুকের শব্দ শোনা, আকাশের গায়ে ছিদ্র করা ইত্যাদি। কাজগুলো সে রাজকন্যা ও তিন সাথীর সাহায্যে সম্পন্ন

করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাসহ তাদের পালাতে হয়। রাজা তাদের অনুসরণ করে। যুবক ও রাজকন্যা একটি পাখীকে ডেকে তার পিঠে আরোহন করে বসে। রাজা আর এক পাখীর পিঠে উঠে তাদের পিছু ছোটে। কিন্তু পথে পাখীর পিঠ থেকে পড়ে রাজার মৃত্যু হয়। যুবক ও রাজকন্যা তখন রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে সুখে ঘর করে।

জি ই এ এম ৭ (বিবাহের পরীক্ষা)

যুয়ান পেলোটারা এক দৈত্যের সাথে খেলা করে। দৈত্য তার কন্যার সাথে পেলোটারার বিয়ে দিতে কয়েকটি শর্তে রাজী হয়। শর্তগুলো এই: এক, রাত্রির মধ্যে নদীতে পুল তৈরী করতে হবে; দুই, এক গেলাস চকোলেট পানিতে ফেলে তা আবার গেলাসে তুলে আনতে হবে; তিন, একরাতে কমলালেবুর গাছ জন্মাতে হবে; চার, অনেক মেয়ের হাত দেখে দৈত্যকন্যা যে কে তা নির্ধারণ করতে হবে। পেলোটারা কাজগুলো দৈত্যকন্যার সাহায্যে সম্পন্ন করে। তাদের বিয়ে হয় এবং সুখে বাস করে।

জি ই এ এম ৮ (লিলিহোয়াইট ও ভ্যালপারাইজ)

এক কৃপণ লিলিহোয়াইট নামে এক চাকরাণী ও ভ্যালপারাইজ নামে এক চাকর রাখে। চাকরটির আনুগত্য-পরীক্ষার জন্য তাকে কতকগুলো কাজ দেয়া হয়। কাজগুলো অনাবাদী জমি চাষ করে রাতারাতি ফসল ফলানো, পুকুর কেটে পানিতে ভরা এই জাতীয়। লিলিহোয়াইটের সাহায্যে ভ্যালপারাইজ কাজগুলো সম্পন্ন করে। কিন্তু কৃপণ লোকটি এই সাহায্যের কথা জানতে পারে এবং দুই জনকেই হত্যা করতে স্থির করে। তখন দুজনে পালিয়ে ভ্যালপারাইজের দেশে এসে সুখে দিন যাপন করে।

জি ই এ এম ৯ (যুবক ও তার পিতামহী)

যুবক ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এক যাদুবিদ্যায় পারদর্শী লোকের চাকর হয়। যুবকের সেবাযত্নে সন্তুষ্ট হয়ে সে তাকে একটি লাঠি দেয়, যার সাহায্যে বাতাসের বেগে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া যেতে পারে। এছাড়া একটি ম্যাজিক মাদুর এবং সোনার গোলকও সে লাভ করে। এ গুলোর সাহায্যে সে খুব

ধনবান হয় এবং বিবাহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং হংসপরীকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করে। কিন্তু হংসপরী যুবককে নিয়ে সুখী হয় না। সে একদিন পালিয়ে যায়। যুবক পরীকে বহু খুঁজে শেষে তার পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়। হংসপরীর পিতা যুবককে কিছু কঠিন কাজ দেয়। কাজগুলো এই ঃ রাতারাতি কমলালেবুর গাছ জন্মিয়ে ফল ধরাতে হবে, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কৃত অশ্বশালা পরিষ্কার করতে হবে, ইত্যাদি। কাজগুলো তার স্ত্রীর সাহায্যে সে সম্পন্ন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পালাতে হয়। প্রথমে হংসপরীর মা এবং পরে তার পিতা তাদের অনুসরণ করে। দুবার নিজেদের বিভিন্ন বস্তুর রূপে রূপান্তরিত করে তৃতীয়বার পরী চার্চ এবং প্রিস্ট-এর রূপ গ্রহণ করে। এরপর তারা সেই ম্যাজিক লাঠির সাহায্যে দ্রুতবেগে দেশে ফিরে আসে। তাদের জীবন সুখের হয়।

আম. ইণ্ড. ৩ (যুবকের প্রত্যাগমনে সাহায্যকারী বালিকা)

একটি যুবক তীরন্দাজ হিসেবে পারদর্শী হয়ে তার বিদ্যাপরীক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়ে। পথে এক রাজপ্রাসাদে তিনজন লোককে বাস করতে দেখে তাদের নিকট যায়। তাদের নিকটে যুবক জানতে পারে যে সে দেশে এক সুন্দরী কন্যা আছে। কন্যার প্রাসাদে পাহারারত কুকুরকে হত্যা করতে পারলে তবেই কন্যার পাণিগ্রহণ সম্ভব। যুবক প্রাসাদে গিয়ে কুকুরটিকে দূর থেকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করলো এবং কন্যার পানিগ্রহণ করলো। কিন্তু কন্যার পিতা ছিল এক দানব। সে যুবককে কন্যাজামাতা হবার উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য কতকগুলো কাজ দিল। কাজগুলো : সবচেয়ে দুর্দান্ত ঘোড়াকে বশ মানানো, পাহাড় কেটে ফসল ফলানো, এই জাতীয়। সব কাজই সে কন্যার সাহায্যে সম্পন্ন করলো। এরপর যুবক ও যুবতীকে পালাতে হোল। দানব তাদের অনুসরণ করলো। কিন্তু কন্যার ম্যাজিক শক্তি পিতার চেয়ে উন্নত বলে পিতা তাদের ধরতে পারলো না। যুবক-যুবতী দেশে ফিরে সুখে বাস করতে লাগলো।

আম. ইণ্ড. ৪ (যুবকের প্রত্যাগমনে সাহায্যকারী বালিকা)

রাণীর পুত্র তাসখেলায় পারদর্শিতা অর্জন করে। একবার সে মানুষ-বেশী এক দৈত্যের সাথে তাস খেলে। খেলার শেষে সে তার নিজ রূপ গ্রহণ করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাসহ তাদের পালাতে হয়। রাজা তাদের যুবককে বলে যে তিন বছরের মধ্যে সে যদি দৈত্যকে খুঁজে বের করতে না পারে তবে তার মৃত্যু অবধারিত। এই বলেই দৈত্য অদৃশ্য হয়।

তিন বছর শেষ হবার প্রাক্কালে যুবক দৈত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। পথে সে হংসপরীর প্রেমলাভ করলো—এই হংসপরীর পিতাই ছিল সেই দৈত্য। এরপর বহু কষ্ট সহ্য করে সে দৈত্যের প্রাসাদে উপস্থিত হলো। দৈত্য তাকে কন্যাবিবাহের শর্ত হিসাবে কতকগুলো কাজ দিল। কাজগুলো: জংগল কেটে রাতারাতি শস্য ফলানো, সবচেয়ে উন্মত্ত ঘোড়াকে বাগ মানানো, এই জাতীয়। সব কাজই যুবক দৈত্য-কন্যার সাহায্যে সম্পন্ন করে। কিন্তু দৈত্যের রোষে তাদের শেষ পর্যন্ত পালাতে হয়। দৈত্য তাদের অনুসরণ করে। বালিকা ডিম ছুঁড়ে মারলে বিরাট নদীর সৃষ্টি হয়। দৈত্য নদীতে ডুবে মরে। যুবক ও বালিকা দেশে ফিরে সুখে ঘর বাঁধে। কয়েক বছর পর মৃত দৈত্য জীবনলাভ করে যুবক-যুবতীকে দেখতে আসে, তাদের ও তাদের দুই সন্তানকে আশীর্বাদ করে এবং পুনরায় দেশে ফিরে তার প্রাসাদে বাস করতে থাকে।

উঃ ভাঃ ১ (ভাগ্যান্বেষী যুবক)

একটি যুবক ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এক দানবীর গৃহে উপস্থিত হয়। দানবীর কন্যা ও যুবক পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। দানবীর কন্যা তাকে নিয়ে যুবককে পালাতে অনুরোধ করে। পলায়নরত যুবক-যুবতীকে দানবীর ছেলেরা অনুসরণ করে। পথে তারা একটি জংগলে লুকায়। দানবীর ছেলেরা যখন হাতী থেকে নেমে যুবক-যুবতীকে খুঁজতে যায় তখন জংগল থেকে বেরিয়ে এসে যুবক-যুবতী সেই হাতীতে উঠেই দ্রুতবেগে পালিয়ে দেশে চলে আসে।

উঃ ভাঃ ২ (স্বামী স্ত্রী ও ভালুক)

ভালুক কর্তৃক একজন লোক ধৃত হয়। স্ত্রী এ খবর শুনে শীঘ্রই গিয়ে ভালুকের নিকট ধরা দেয়। ভালুক বুঝতে পারে যে স্ত্রী স্বামীকে উদ্ধার করতে এসেছে। সে স্ত্রীকে একটি শর্ত দেয়: ছিদ্রপাত্র পানিতে ভর্তি করতে হবে। ব্যাঙ ও মাছের

সাহায্যে স্ত্রী এ কাজ সম্পন্ন করে। এরপর লোকটি ভালুককে তার স্ত্রীর চিরুণী আনতে পাঠিয়ে স্ত্রীকে সহ পালিয়ে আসে, ভালুকটি আগুনে পুড়ে মরে।

পূঃ ভাঃ ১ (যুবতীর সন্ধানে যুবক)

সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পথে স্নানরতা এক যুবতীর বস্ত্র অপহরণ করে সে যুবতীকে বিবাহে রাজী করায়। যুবতীর পিতা এক দুর্দান্ত রাজা। সে এই বিবাহ সমর্থন করে না। সে যুবককে কতকগুলো শর্ত দেয়। যেমন, পুকুর দুধে ভরতে হবে, বাঘের দুধ আনতে হবে, মরা গাছে ফুল ও ফল ধরাতে হবে ইত্যাদি। সব শর্তই কন্যার সাহায্যে যুবক পালন করে। অবশেষে রাজার উপদেষ্টা এক ধূর্ত নাপিতের উপদেশে যুবককে স্বর্গদেশ থেকে রাজার পূর্বপুরুষদের খবর নিয়ে আসতে বলা হয়। যুবক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে বলে স্বর্গদেশে নাপিতের অভাবে রাজার পূর্ব পুরুষদের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে। নাপিতকে তখন জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে স্বর্গে পাঠানো হয়।

পূঃ ভাঃ ২ (অজানার অন্বেষণে)

অজানার উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত একটি যুবক এক স্নানরতা অতিপ্রাকৃত যুবতীর কাপড় চুরি করে। যুবতী বিবাহের প্রস্তাবে রাজী হয়, তবে তাদের বিবাহ যে যুবতীর পিতার অনুমোদন-সাপেক্ষ একথা জানায়। যুবতীর পিতা এক দুর্দান্ত রাজা যার উপদেষ্টা একজন ধূর্ত নাপিত। রাজা যুবককে শর্ত দেয় ঃ এক, গভীর জংগল থেকে আশ্চর্য ফুল নিয়ে আসতে হবে; দুই, বাঘের দুধ আনতে হবে; তিন, এক রাতের মধ্যে মাঠের শস্য পাকিয়ে কাটতে হবে; চার, এই জাতীয় আরো কয়েকটি কাজ। ফুলের সন্ধানে গিয়ে যুবক আর এক রাজকন্যাকে বিবাহের জন্য রাজকন্যার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত কতকগুলো শর্ত পালন করে। এক, রাজাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে; দুই, যুবক একটি গুহা বা গর্তে প্রবেশ করলে গুহা বা গর্তের দুই মুখে আগুন দেওয়া হবে; তিন, নাপিতের উপদেশে যুবককে স্বর্গে পাঠানো হবে এবং সেখানে গিয়ে রাজার পূর্বপুরুষদের খবর নিয়ে আসতে হবে। যুবক সব কর্মই রাজকন্যার সাহায্যে পালন করে। গুহা বা গর্তে আগুন দিলেও যুবক সেখান থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে

দেখে যুবকের শত্রুরা তাকে অনুসরণ করে এবং মরে। অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করে যুবক ফিরে এসে রাজাকে বলে যে স্বর্গদেশে গিয়ে সে রাজার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। স্বর্গদেশে নাপিত নেই বলে চুল দাড়ি বড় হয়ে তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে। শীঘ্রই একজন নাপিতকে সেখানে পাঠাতে তারা বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে। সুতরাং রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ নাপিতকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে স্বর্গদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাজকন্যার সাথে যুবকের বিয়ে হয়। কিছুদিন পর যুবক রাজকন্যাসহ পূর্ববর্তী রাজকন্যার দেশে গিয়ে শর্তপালন করে সে রাজকন্যাকেও বিয়ে করে এবং সুখে বাস করতে থাকে।

মঃ ভাঃ ১ (বিবাহের সন্ধানে যুবকের যাত্রা)

বিবাহের সন্ধানে যাত্রারত যুবক পথে উলঙ্গ এক যুবতীর বস্ত্র অপহরণ করে তাকে বিবাহে রাজী করায়। যুবতীর পিতা এক দুস্যু-সর্দার। সে যুবককে কতকগুলো শর্ত প্রদান করে, যেমন, একরাতে ফসল বুনে পাকিয়ে ঘরে তুলতে হবে; একরাতে পুকুর খনন করে পানিতে ভরতে হবে; একরাতে বিরাট রাজ-প্রাসাদ গড়তে হবে ইত্যাদি। যুবতীর সাহায্যে যুবক সব কর্মই সম্পাদন করে। অতঃপর তাদের বিবাহ দস্যু-সর্দার সমর্থন করে।

দঃ ভাঃ ১ (ভাগ্যান্বেষী যুবক)

গরীবের ছেলে ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশ যাত্রা করে। পথে স্নানরতা উলঙ্গ যুবতীর বস্ত্র অপহরণ করে সে যুবতীকে বিবাহে সম্মত করে। যুবতীর পিতা এক দুর্দান্ত রাজা যার উপদেষ্টা একজন ধূর্ত নাপিত। নাপিতের উপদেশে রাজা যুবককে কতকগুলো কঠিন কর্ম সম্পন্ন করতে আদেশ করে। সেসব কর্ম পালনের জন্য তাকে আবার অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। এবার সে আরেক রাজকন্যাকে বিবাহের জন্য রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কতকগুলো শর্ত পালন করে। যেমন রাজাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে ফিরে আসা এবং স্বর্গদেশে রাজার পূর্বপুরুষদের খবর নিয়ে আসা ইত্যাদি। রাজকন্যার সাহায্যে যুবক সব কর্মই পালন করে। দেশ বিদেশ ঘুরে ফিরে এসে যুবক রাজাকে জানায় যে স্বর্গদেশে সে তার পূর্বপুরুষদের

সাথে সাক্ষাৎ করেছে। নাপিতের অভাবে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। নাপিতকে তখন জ্বলন্ত আগুনে ফেলে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। যুবক রাজ-কন্যাকে বিয়ে করে পূর্ববর্তী রাজকন্যার দেশে যায় এবং তাকেও বিয়ে করে।

পঃ পাঃ ১ (রুজীর সন্ধানে যুবক)

রুজী রোজগারের সন্ধানে যুবক বিদেশযাত্রা করে। পথে এক সুন্দরী যুবতীকে দেখে বিয়ে করতে চেষ্টা পায়। যুবতী তাকে তার দেশের বর্ণনা দেয় এবং তার পিতার অনুমতিক্রমে বিবাহ হবে একথা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। যুবক যুবতীর দেশে গেলে যুবতীর পিতা দুর্দান্ত রাজা তাকে বিবাহের শর্ত হিসাবে কতকগুলো কর্ম সম্পাদন করতে বলে। যেমন, মরুভূমিতে পানি ঢেলে একরাতে ফসল ফলানো, একরাতে একটি বিরাট দীঘি কেটে পানিতে ভরা, একরাতে এক দালান গড়ে তোলা ইত্যাদি। যুবক সব কাজই যুবতীর সাহায্যে সম্পন্ন করে। তারপর তাদের বিয়ে হয়।

পুঃ পাঃ পাব. ১ (ভাগ্যান্বেষী বালক)

গরীবের ঘরে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক কাজকর্মে অলস বলে পিতামাতা গালি দিত। ছেলেটি পিতামাতার বকুনীতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লো। বহু স্থান ঘুরে সে একদিন একটি গভীর জঙ্গলের ধারে এসে বিশ্রামের আয়োজন করছিল। এমন সময় একটি নারীকণ্ঠের কান্না সে শুনতে পেল। সুরের রেশ ধরে সে বনের ধারে গিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে ক্রন্দনরতা দেখতে পেল। মেয়েটি বললো তার বিমাতা তাকে বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যেতে আদেশ করেছে। সে অসমর্থ, তাই কাঁদছে। যুবক তখন কাঠ কেটে যুবতীর সঙ্গে কাঠ বহন করে নিয়ে তাদের গৃহে পৌঁছলো। বিয়ের শর্ত হিসাবে যুবককে যুবতীর ডাইনী মাতা ও দুর্দান্ত পিতা আদেশ করলো : (১) একটি পুকুর একদিনে খনন করে দুগ্ধ দিয়ে ভরতে হবে ; (২) একটি কচুর ক্ষুদ্র পাতায় যে খাবার ধরে, তাই আহার করে একমাস বেঁচে থাকতে হবে ; এবং (৩) একটি পাটের ক্ষেতে পাট বুনে রাতারাতি তা বড় করে কেটে ধুয়ে শুকিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক কাজে অসামর্থ্য মানেই

দুর্দান্ত পিতার হাতে মৃত্যু গ্রহণ করা। যুবতীর উপদেশ অনুসরণ করে যুবক সব কর্মই সম্পন্ন করলো। কিন্তু ডাইনীমাতা ও দুর্দান্ত পিতা প্রতিশ্রুতি-পালনে অনাগ্রহী দেখে যুবক-যুবতী পলায়ন করলো। পিতামাতা তাদের অনুসরণ করলো। কিন্তু যুবতী যাদুবলে পাখীর বাসা এবং যুবক পাখী হয়ে রক্ষা পেল। আবার যাত্রাশুরুতে তারা অনুসরণকারী পিতামাতাকে দেখতে পেল। এবার যুবতী সাপের গর্ত এবং যুবক সাপে রূপান্তরিত হোল। অনুসরণকারীরা ওদের গর্তের নিকটে এসে ঠিক ওদের গর্তে হাত না দিয়ে পাশেই একটি বিষাক্ত সাপের গর্তে হাত দিল এবং সাপের কামড়ে দুজনেই মরলো। যুবক যুবতী তখন ফিরে গিয়ে ডাইনী মাতা ও দুর্দান্ত পিতার সংসার অধিকার করে যুবকের পিতামাতাকে নিয়ে এসে সুখে বাস করতে লাগলো।

পূঃ পাঃ পাব. ২ (হাঁসপরী)

রাজার ছেলে একদিন নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। সে দেখলো একটি সুন্দর রাজহাঁস নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। হাঁসটি ধরবার জন্য চেষ্টা করতেই সে তীরে উঠে একটি সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরলো। রাজকুমার তাকে দেখে পাগল হয়ে গেল। যুবতী বললো, সে হাঁসপরী, অমুক দেশ পেরিয়ে, অমুক বন পেরিয়ে, অমুক পাহাড়ের ধারে একটি সমুদ্র পেরিয়ে যে দেশ পাওয়া যাবে, সেই দেশের দানব রাজাই হোল তার পিতা। পিতাকে বাধ্য করতে পারলে তবেই তার বিয়ে হবে। যুবতী অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজকুমার দশ বছর ঘুরে সব পেরিয়ে দানবরাজের প্রাসাদে উপস্থিত হোল। দানব বিবাহের শর্ত দিল। (১) তার আস্তাবলের দুর্দান্ত ঘোড়ায় উঠে (এ ঘোড়ার পিঠে উঠে কেউ কোনদিন বাঁচেনি) সমুদ্রের ধার থেকে একটি মানিক নিয়ে আসতে হবে; (২) কলাই, মসুর ও সরিষার বীজ একত্র করে একটি স্তূপ থেকে সবগুলো বীজ বেছে আলাদা করতে হবে; (৩) দেশের গভীর জঙ্গলে সবচেয়ে হিংস্র বাঘিনীটিকে দুইয়ে দুধ আনতে হবে। হাঁসপরীর উপদেশ অনুসরণ করে রাজকুমার সব কর্মই করলো। দানবরাজ বালকের কর্মক্ষমতা দেখে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। কিন্তু হাঁস-পরী বুঝতে পেরে রাজকুমারকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে পলায়ন করলো। দানব-

রাজও তাদের অনুরূপ গতিতে অনুসরণ করলো। নিকটে আসতেই হাঁসপরী রাজকুমারের গায়ের জামাটি ছুঁড়ে ফেলে দিল—সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো একটি বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ড। দানবরাজ সে বাধা অতিকষ্টে অতিক্রম করে আবার নিকটে আসতেই হাঁসপরী রাজকুমারকে উলঙ্গ করে তার লুঙ্গি ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবার গড়ে উঠলো একটি বিরাট মাটির পাহাড়। দানবরাজ তা অতিক্রম করে আবার নিকটে এলো। এবার হাঁসপরী তার পালক দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিতেই গড়ে উঠলো দুটো বিরাট নদী। দানবরাজ নদী সাঁতরাতে গিয়ে ডুবে মরলো। রাজকুমার হাঁসপরীকে নিয়ে দেশে ফিরে মহা ধুমধামে বিয়ে করলো এবং সুখে ঘর করতে লাগলো।

পূঃ পাঃ পাব. ৩ (কেশবতী কন্যা)

রাজার ছেলে নদীতে গোসল করতে গিয়ে একটি ভাসমান কেশ দেখে সেই আজানুলম্বিত কেশ যে কন্যার মাথায় আছে তাকে পাবার জন্য পণ করলো। রাজা বহু সন্ধানেও সেই কন্যার কোন খোঁজ পেল না। তখন রাজকুমার সেই কন্যার সন্ধানে নিজেই বেরিয়ে পড়ল। সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে বহু দৈত্য। দানবের বাধা অতিক্রম করে সে কেশবতী কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হোল। কন্যার পিতা ছিল এক অত্যাচারী রাজা। দুইটি যাদুকর ছিল তার মন্ত্রণাদাতা। যাদুকরদের উপদেশে রাজা কেশবতী কন্যার বিবাহে কয়েকটি শর্তে রাজী হোল। এক, রাজকুমারকে একটি পুকুরে দুধ ও পানি সমানভাবে ঢেলে দুধ ও পানি রাতারাতি আলাদা করতে হবে। দুই, শুষ্ক পতিত জমিতে পানি ঢেলে রাতারাতি ফসল ফলাতে হবে। তিন, রাজার জন্মান্ধ বৃদ্ধা চাচীর চোখ ভাল করে দিতে হবে। কেশবতী কন্যা রাত্রিতে চুপে চুপে এসে রাজকুমারের সাথে দেখা করে একটি যাদুদণ্ড দান করলো, যার সাহায্যে রাজকুমার সমস্ত কর্ম সম্পন্ন করলো। এরপর কেশবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। কিন্তু কেশবতীকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে নিষিদ্ধ হোল। একদিন সে কেশবতীকে নিয়ে উড়ন্ত রথে উঠে দেশের দিকে চুপে চুপে রওয়ানা দিল। রাজা দুই যাদুকরকে অনুসরণ করে তাদের ধরে নিয়ে আসতে হুকুম দিল। যাদুকরদ্বয়

নিকটে আসতেই কেশবতী কন্যা ডালিম ও রাজকুমার ডালিমের দানায় রূপান্তরিত হোল। যাদুকরদ্বয় টিয়াপাখীর রূপ ধরে যেই ডালিমটিকে খাওয়া শুরু করলো অমনি কেশবতী কন্যা বাজপাখী হয়ে একটি টিয়াপাখীকে গিলে ফেললো এবং রাজকুমার শিকারী হয়ে অপরটিকে হত্যা করলো। কেশবতী কন্যার পিতা অভিশাপ দিল যেন দেশে ফিরে রাজকুমার কেশবতীকে ভুলে যায়। রাজকুমার দেশে ফিরে রাজপ্রাসাদের পাশের সেই চিরপরিচিত নদীতে গোসল করতেই একটি সাপের মত আকৃতিবিশিষ্ট কেশ দেখতে পেয়ে কেশবতীকে ভুলে গেল। কেশবতী যাদুদণ্ডের সাহায্যে তার এই স্মৃতিবিভ্রম দূর করলো। এরপর তারা সুখে শান্তিতে ঘর করতে লাগলো।

পূঃ পাঃ ব. ১ (সাহায্যকারী বন্ধুত্রয়)

সওদাগর রাস্তায় একজন লোককে দেখলো যে ছয়মাসের পথে কি আছে দেখতে পায়। সে লোকটিকে তার সাথে নিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে চললো। পথে সে আর একজন লোককে দেখলো যে ছয়মাসে পথে কি আছে তাকে তীর-দিয়ে বিদ্ধ করতে পারে। এ লোকটিকেও সওদাগর বন্ধু হিসেবে তার সাথে নিল। অপর একজন লোককে সে পথে পেল এবং বন্ধু হিসেবে সাথে নিল যে ছয়মাসের পথ থেকে কোন বস্তু চোখের পলকে নিয়ে আসতে পারে। এরপর বাণিজ্যতরী তার এক অচিন দেশে ভিড়ল এবং জনসাধারণের নিকট জানতে পেল যে সে-দেশের রাজকন্যা অসাধারণ রূপবতী ও গুণসম্পন্না। তাকে বিয়ে করতে এসে বহু রাজকুমার প্রাণ হারিয়েছে। সওদাগর পরদিন অতি প্রত্যূষে রাজার নিকট প্রস্তাব দিল। রাজা শর্ত দিল: এক, ছয় মাসের পথে ক্ষীরনদীর ধারে একটি বটগাছের নীচে সোনামুখী সাপ আছে তার মাথার মণি, যার মূল্য লক্ষ কোটি টাকা, সওদাগরকে দুপুর বেলার মধ্যে এনে দিতে হবে; অন্যথা প্রাণ হারাতে হবে। সওদাগর তার তিন বন্ধুর সাহায্য কামনা করল। প্রথম ব্যক্তি সর্পটিকে দেখলো, দ্বিতীয় ব্যক্তি তীরের আঘাতে সাপের মস্তক বিচ্ছেদ করল, তৃতীয় ব্যক্তি চোখের পলকে সাপের মণি নিয়ে এল। অচিন দেশের রাজকন্যার সাথে সওদাগরের বিবাহ হোল। বিয়ের পর সওদাগর তার তরী

ভাসালো দেশের উদ্দেশ্যে। রাজার এতে আপত্তি ছিল। সুতরাং সেও পানসী নিয়ে সওদাগরকে ধরতে ছুটলো। অচিন দেশের রাজকন্যা যাদুমন্ত্র জানত। সে মন্ত্র দিতেই ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঝড়ে রাজার পানসী ডুবে সব লোক মারা গেল। রাজা কোনরকমে প্রাণে বেঁচে দেশে ফিরে গেল। সওদাগর দেশে এসে রাজকন্যা ও তিন বন্ধুসহ সুখে বাস করতে লাগলো।

পূঃ পাঃ রং ১ (বোবা কন্যার কেচ্ছা)

রাজকুমার নদীর ধারে তার বন্ধু উজীর পুত্রের সাথে বৈকালিক ভ্রমণে ব্যস্ত ছিল। এ সময় একটি দ্রুত পাল-তোলা নৌকা তাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। নৌকায় ছিল এক পরমাসুন্দরী কন্যা। রাজকুমারকে দেখে কন্যা নৌকার ছৈ থেকে বাইরে এসে পাঁচটী আঙ্গুল দেখালো এবং একটি আঙ্গুল মাটির নীচের দিকে ইশারা করে কি যেন বোঝালো। নৌকা দৃষ্টির সীমা থেকে অন্তর্হিত হলে রাজকুমার ইঙ্গিতের অর্থ জানতে চাইল। উজীরপুত্র কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো উজানী দেশে পাঁচটি নদী যেখানে একত্রে মিশেছে সেই দেশে কন্যার বাড়ী। মাটির দিকে ইঙ্গিত থেকে বুঝতে হবে কন্যা নিশ্চয়ই কোন রাজকন্যা এবং রাজার প্রাসাদ আছে মাটির নীচে পাতাল প্রদেশে। বন্ধুর ব্যাখ্যা রাজ-কুমারের মনঃপুত হোল এবং সে সেই কন্যার উদ্দেশ্যে বন্ধুসহ যাত্রা করলো। বহুদেশ পেরিয়ে তারা পঞ্চনদীর মোহনায় এসে জানতে পারলো দেশের রাজ-প্রাসাদ পাতালে। সব বাধা অতিক্রম করে সেখানেই তারা পৌঁছলো। পাতাল-রাজ তার কন্যা বিবাহের শর্ত দিল : এক, পাতালের বিষাক্ত সাপগুলোকে হত্যা করতে হবে; দুই, তার বোবা কন্যার বাকশক্তির ব্যবস্থা করতে হবে; তিন, দেশের নরখাদক রাক্ষসকে হত্যা করতে হবে। মন্ত্রীপুত্রের সহায়তায় সবগুলো কর্মই রাজকুমার সম্পন্ন করে কন্যাকে বিবাহ করলো। বিয়ের পর তারা দেশে যাত্রা করলো। পাতালরাজ হৃষ্টচিত্তে তাদের বিদায় দিল। এদিকে নরখাদক যে রাক্ষসকে রাজকুমার হত্যা করেছে তার ছোটভাই রাজকুমারকে অনুসরণ করলো। পাতালরাজের কন্যা তখন চিরুণী ছুঁড়ে মারলো আর তাদের পশ্চাতে দেখা দিল এক বিরাট জঙ্গল। রাক্ষস সে জঙ্গল অতিক্রম করে নিকটে আসতেই

রাজকন্যা তার কনিষ্ঠাঙ্গুলের বড় নখটি কেটে ফেলে দিল। একটি ক্ষুরধার পথ সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল যা অতিক্রম করতে গিয়ে রাক্ষস কেটে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে মারা গেল। রাজকুমার দেশে ফিরে তার নববিবাহিতা পাতাল-রাজকন্যাকে নিয়ে মন্ত্রীপুত্রের উপদেশ অবলম্বন করে সুখে বাস করতে লাগলো।

BIBLIOGRAPHY

Aarne, Anti. Leitfaden der Vergleichinden Marchenforschung, FF Communications no. 13, Hamina, 1913.

Benefy, Theodor. Pantschatantra. Leipzig, 1859.

Bezbarua, Burhiair Sadhu. Kakadeuta Aru Natilora. Gauhati, 1937.

Bodding, Paul Olaf. Santal Folk-Tales, Vol. II. Cambridge, Mass., 1926.

Bolte, J. and G. Palivka. Ammerkungen zu den Kinder-und Honsemarchen der Bruder Grimm, 5 Vols. Leipzig, 1913-31.

Dean, Cecelia Marcelie. A Comparative Stndy of Certain Spanish American Folktales. A typed dessertation for M. A. degree, Indiana University, 1929.

Devi, Shovona. The Oriental Pearls. London : Macmillan and Co. Ltd., 1915.

Elwin, Harry Verrier. Folk Tales of Mahakoshal. London : Oxford University Press, 1944.

Islam, Mazhaurl ed. Sahityiki (A Bengali Research Jonrnal), Vol. II. Dept. of Bengali, Rajshahi University, Rajshahi, 1964.

Journal of American Folklore (JAF), 1893, 1908, 1912, 1916, 1925, 1928, 1932, 1934, 1937, and 1939.

Kincaid, Charles Augustus. Tales of Old Sind. London : Oxford U. Press, 1922.

Krone, Kaarl. Bar Und Fuchs : eine nordische Tiermarchenkette. Journal de Ia Societe Finno-Ougrienne, No. 6, Helsingfors, 1889.

„ „ Die Folkloristische Arbeitsmethode. Oslo, 1926.

Man in India, Vol. X (1941), Ranchi.

Mills, James Philip. The Lhota Nagas. London : Macmillan and Co. Ltd., 1922.

North Indian Notes and Queries, Vol. V (1896),London, No. 625.

Parker, Henry. Village Folk-Tales of Ceylon, Vol I. London : Luzac & Co., 1910,

Sastri, Pandit S.M. Natesa. The Dravidian Night's Entertainments. Madras, 1886.

Swynnerton, Charles. Indian Night's Entertainment. London : Elliot Stock, 1892.

Thompson, Stith. The Folktale. New York : The Dryden Press, 1951.

„ „ and Jonas Balys. The Oral Tales of India. Bloomington : Indiana University Press, 1958.